ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় প্রস্তুতি এবং ত্রাণ কার্যক্রমে শুদ্ধাচার পর্যবেক্ষণ

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় প্রস্তুতি এবং ত্রাণ কার্যক্রমে শুদ্ধাচার পর্যবেক্ষণ

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা- নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক-গবেষনা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

মোঃ নেওয়াজুল মওলা, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন
মোঃ মাহ্ফুজুল হক, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জলবায়ু অর্থায়নে পলিসি ও ইন্টিগ্রিটি
অমিত সরকার, অ্যাসিসটেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি
আবু সাঈদ মোঃ জুয়েল মিয়া, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি
এম. জাকির হোসেন খান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন

তথ্য সংগ্রহে সহাযোগিতা

নিশাত মান্নান, শিক্ষানবিশ, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি

কৃতজ্ঞতা

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণা ও পলিসি বিভাগ, সিভিক এনগেজমেন্ট, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের সহকর্মীদের সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি রাজু আহমেদ মাসুম অ্যাসিসটেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহকারীগণ এবং গবেষণার তথ্যদাতাদের প্রতি যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন:(+৮৮০-২)৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২)৯১২৪৭৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট:www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

সারণি, চিত্র ও বক্সের তালিকা ৪
মুখবন্ধ ৫
গবেষণায় ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ ও পরিভাষা ৬

অধ্যায় ১: ভূমিকা ৭

১.১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা
১.২. গবেষণার উদ্দেশ্য
১.৩. গবেষণার পরিধি

অধ্যায় ২: গবেষণা পদ্ধতি ৯

২.১. গবেষণা পদ্ধতি
২.২. বিশ্লেষণ কাঠামো
২.৩. তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা নির্ধারণ
২.৪. তথ্যের ধরন ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি
২.৫. গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি
২.৬. পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি
২.৭. দুর্যোগ মোকাবেলায় আইনি কাঠামো

অধ্যায় ৩: গবেষণার ফলাফল- বন্যা ২০১৯ এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এলাকার ক্ষয়ক্ষতি এবং মোকাবেলায় ইতিবাচক পদক্ষেপ ১৫

৩.১. গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এলাকার ক্ষয়ক্ষতি
৩.২. জরিপে অংশগ্রহণকারী খানাসমূহের খাতভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ
৩.৩. গবেষণা এলাকায় বন্যার ক্ষতি মোকাবেলায় সরকারি হিসেবে প্রদত্ত বরাদ্দ
৩.৪. বন্যা মোকাবেলায় ইতিবাচক পদক্ষেপ

অধ্যায় ৪: বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ২০

৪.১. বন্যা পূর্ববর্তী কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ
৪.২. বন্যাকালীন কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ
৪.৩. বন্যা পরবর্তী কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

অধ্যায় ৫: উপসংহার ও সুপারিশ ৩৭

৫.১. উপসংহার
৫.২. সুপারিশ

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ৩৯

সারণি, চিত্র ও বক্সের তালিকা

সারণি ১: গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের ধরন ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	১০
সারণি ২: গবেষণাভুক্ত ১০টি উপজেলায় ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য	১৫
সারণি ৩: ২৮টি জেলার ক্ষয়ক্ষতির সাথে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১০টি উপজেলায় বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির তুলনামূলক চিত্র	১৫
সারণি ৪: গবেষণা এলাকায় বন্যার ক্ষতি মোকাবেলায় সরকারি বরাদ্দ	১৮
চিত্র ১: বন্যার আগে (২৫ জুন ২০১৯ তারিখে গৃহীত) বাংলাদেশের স্যাটেলাইট ইমেজ	৭
চিত্র ২: বন্যাকালীন (১৮ জুলাই ২০১৯ তারিখে গৃহীত) বাংলাদেশের স্যাটেলাইট ইমেজ	৭
চিত্র ৩: জরিপ এলাকার মানচিত্র	১১
চিত্র ৪: বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামোর প্রধান প্রধান অংশীজন ও তাদের সমন্বয় ব্যবস্থা	১২
চিত্র ৫: বন্যায় সামগ্রিক ক্ষতির বিপরীতে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১০টি উপজেলায় ক্ষয়ক্ষতির হার	১৬
চিত্র ৬: জরিপে অংশগ্রহণকারী খানাসমূহের খাতভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির গড় পরিমাণ (টাকা)	১৬
চিত্র ৭: খানাসমূহের খাতভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির গড় পরিমাণ (টাকা)	১৭
চিত্র ৮: বন্যায় নলকূপ ও ল্যাট্রিনের ক্ষতি	১৭
চিত্র ৯: সম্পুর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ঘরপ্রতি গড় ক্ষতি এবং গৃহনির্মাণ মঞ্জুরী বাবদ গড় বরাদ্দ (টাকা)	১৮
চিত্র ১০: বন্যা আসার কমপক্ষে ২৪ আগে জনগণের সতর্কবার্তা প্রাপ্তি	২১
চিত্র ১১: জরিপকৃত খানাসমূহের তথ্যমতে সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের সমস্যাসমূহ	২৬
চিত্র ১২: বন্যায় শিক্ষা সামগ্রী নষ্ট হওয়া	২৭
চিত্র ১৩: উপজেলা ভিত্তিক খানাপ্রতি গড় বরাদ্দ (টাকা)	২৮
চিত্র ১৪: উপজেলা ভিত্তিক খানা প্রতি গড় বরাদ্দ (জিআর চাল-কেজিতে)	২৯
চিত্র ১৫: সম্পুর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ঘরপ্রতি গড় ক্ষতি এবং গৃহনির্মাণ মঞ্জুরী বাবদ গড় বরাদ্দ (টাকা)	২৯
চিত্র ১৬: জরিপকৃত খানাসমূহের প্রদত্ত তথ্যমতে সরকারি ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম (একাধিক উত্তর)	৩০
চিত্র ১৭: জরিপে প্রাপ্ত তথ্যমতে বন্যা মোকাবেলায় সার্বিক চ্যালেঞ্জ (শতকরা হার)	৩২

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ধরে কাজ করছে। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি এ কার্যক্রমের অন্যতম ক্ষেত্র। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে অর্থ-সম্পদ বরাদ্দ ও ব্যবহারে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সক্ষমতা, সমন্বয় ও ন্যায্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অধিপরামর্শ টিআইবি'র কার্যক্রমে প্রাধান্যের ক্ষেত্রসমূহের অন্যতম।

দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশের অর্জন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। এই অর্জনকে এগিয়ে নিয়ে উচ্চতর পর্যায়ে বহুমুখী উৎকর্ষ নিশ্চিত করা ও সুশাসনের মৌলিক উপাদানসমূহকে বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবেলার মূলধারায় টেকসই করার উদ্দেশ্যে সরকারসহ সকল অংশীজনের সাথে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে টিআইবি বড় ধরনের দুর্যোগে সাড়াদান কর্মকান্ডে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। ২০১৯ সালের জুলাই মাসে ২৮টি জেলা বন্যাক্রান্ত হয় এবং স্থান ভেদে ৪০ লাখ মানুষ ১০-১৫ দিন পর্যন্ত পানিবন্দী ছিলো। পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য মতে, বন্যার আকার ও ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রায় ২০১৯ সালের বন্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবংএবারের বন্যায় ১০৮ জনের প্রাণহানি (বেসরকারি হিসেবে ১১৯ জন) হয় এবং বিভিন্ন ধরনের সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ইতোপূর্বে ঘূর্ণিঝড় সিডর (২০০৭), আইলা (২০০৯) ও রোয়ানুর (২০১৬) মতো দুর্যোগের পর টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় (২০০৭, ২০১০ এবং ২০১৭) দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনগত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি "বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় প্রস্তুতি এবং ত্রাণ কার্যক্রমে শুদ্ধাচার পর্যবেক্ষণ" শীর্ষক এই গবেষণা পরিচালনা করেছে।

এ গবেষণায় বন্যা পূর্ব, বন্যাকালীন এবং বন্যা পরবর্তী সময়ে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি সুশাসনের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। সুশাসনের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হলো, পর্যাপ্ত বন্যা প্রস্তুতি মহড়ার আয়োজন না করা, বন্যার আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দুর্যোগের ঝুঁকি যথাযথভাবে চিহ্নিত করায় ঘাটতি, স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্ষমতায় ঘাটতি,অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে প্রস্তুতির ঘাটতি, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কোন কোন আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার অনুপোযোগিতা, উপকারভোগী নির্বাচন ও ত্রাণ বিতরণে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ে ঘাটতি, অপর্যাপ্ত ত্রাণ বরাদ্দ, ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি,কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ইচ্ছামাফিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকাভুক্তি ও ত্রাণ বিতরণে ক্ষতিগ্রস্তের প্রয়োজনের তুলনায় রাজনৈতিক সমর্থনকে বেশি গুরুত্ব প্রদান, ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণে অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগ জানানো ও নিরসন ব্যবস্থার ঘাটতি অন্যতম। এছাড়াও আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি'র পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ না থাকা এবং উপকারভোগী নির্বাচন ও ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনঅংশগ্রহণের ঘাটতি অন্যতম।

টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা প্রফেসর ড. সুমাইয়া খায়ের এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান গবেষণাটি তত্ত্বাবধান এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ গবেষণার পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন মো: নেওয়াজুল মওলা, মো: মাহ্ফুজুল হক, অমিত সরকার, আবু সাঈদ মো: জুয়েল মিয়া এবং মু. জাকির হোসেন খান। তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেছেন শিক্ষানবিশ নিশাত মান্নান ও স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারীগণ। টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগসহ অন্য বিভাগের কর্মকর্তাগণ গবেষণয় বিভিন্নভাবে পরামর্শ ও সহায়তা করেছেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, জেলা ত্রাণ ও পুণর্বাসন কর্মকর্তা, জেলা পর্যায়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্য, ত্রাণ বিতরণকারী এনজিও'র কর্মী, গণমাধ্যম কর্মী এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে গবেষণাটি সম্পাদনে সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

টিআইবি আশা করে এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশ বাংলাদেশে দুর্যোগ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, নাগরিক অংশগ্রহণ এবং শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। পাঠকের যে কোনো মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

গবেষণায় ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ ও পরিভাষা

টিআইবি	ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
সিডিকেএন	ক্লাইমেট এন্ড ডেভেলপমেন্ট নলেজ নেটওয়ার্ক
সিপিপি	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি
বিবিএস	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
জিডিপি	গ্রোস ডমিস্টিক প্রোডাক্ট
এসএফডিআরআর	সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশান
পাউবো	পানি উন্নয়ন বোর্ড
এসডিজি	সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট
ইউপি	ইউনিয়ন পরিষদ
ভিজিএফ	ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং

অধ্যায় ১: ভূমিকা

১.১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এই তিনটি বৃহৎ নদীর অববাহিকায় অবস্থিত এবং এর ৮০ শতাংশ এলাকা প্লাবণভূমি; নদীপ্রধান দেশ হওয়ায় এবং উজানে সংশ্লিষ্ট নদীসমূহের পানি প্রবাহ ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত হওয়ায় বন্যা এদেশের একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ যার ফলে এ জনপদের মানুষের জীবন জীবিকা এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়। ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০১, ২০০৬ সালে সংঘটিত বন্যায় দেশের ব্যাপক অংশ পানির নিচে তলিয়ে যায়। উল্লেখ্য, বিবিএস এর তথ্যমতে, ২০০৯-২০১৫ সময়কালে বন্যায় প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৩ হাজার ৭০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে এবং এই ক্ষতি না হলে বাংলাদেশ প্রতিবছর অতিরিক্ত ০.৩০% জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারতো। উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হিমালয়ের বরফ গলা ও বৃষ্টিপাতের সময়সীমায় অসামঞ্জস্য এবং নদী ভরাট হওয়া, অপরিকল্পিত নগরায়ন, খাল-বিল, জলাভূমি ও নদী দখলসহ নানা কারণে নদী ভরাট হওয়ায় বাংলাদেশে বন্যা ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

২০১৯ সালের বন্যা আগের বন্যার তুলনায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এজন্য যে, ১৯৮৮ সালের বন্যায় যমুনা নদীতে পানি বিপদ সীমার ১৩৪ সে.মি উপর দিয়ে প্রবাহিত হলেও এবছর ১৬৪ সে.মি উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় বন্যা প্লাবিত কিছু উপজেলার ৮০ শতাংশ এলাকা সম্পূর্নরূপে পানির নিচে তলিয়ে যায়। এছাড়াও যমুনা নদীতে ১৯৮৮'র চেয়ে ৩৩ শতাংশ কম পানি প্রবাহিত হলেও পলি পরে নদী ভরাট হওয়ায় নদীর তীর উপচিয়ে জনপদে পানি প্রবেশ করায় ক্ষতির ব্যাপকতা বেশি ছিলো। এবারের বন্যাটি স্থানভেদে ১০-২৬ জুলাই পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং মোট ২৮টি জেলা, ৭৪টি উপজেলা এবং ৩২৫টি ইউনিয়ন বন্যা প্লাবিত হয় এবং সর্বমোট ৬,৫৩, ৫২৬টি পরিবারের ৪০ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়। এছাড়াও, এ বছর বন্যায় সারা দেশে **মোট ১০৮ জনের প্রাণহানি (বেসরকারি হিসেবে ১১৯ জন)** প্রাণহানি হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত মোট ২৮টি জেলায় সম্পুর্ণভাবে মোট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা ৯৮,৬৮৮; আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা ১৩,৬০,১০২; মোট সম্পুর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর বাড়ির সংখ্যা যথাক্রমে ৩৪,৯৯৯টি এবং ৫,৪৭,৯৬৭টি। এছাড়াও সম্পূর্ণ এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৪৫,৯৬৬ হেক্টর এবং ৯৪,১৮৩ হেক্টর।

চিত্র ১: বন্যার আগে (২৫ জুন ২০১৯ তারিখে গৃহীত)

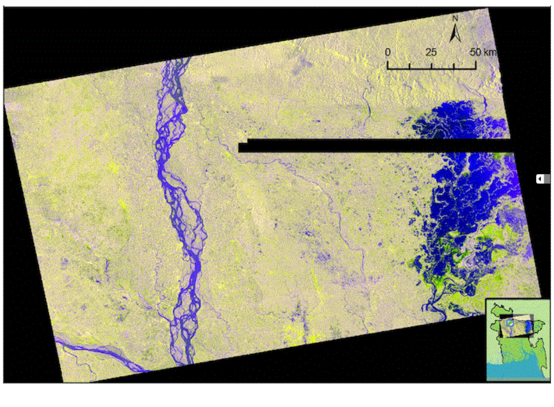

সেন্টিনেল-১ স্যাটেলাইট থেকে ধারণকৃত ছবি; সূত্র: ছারভির-নাসা

চিত্র ২: বন্যাকালীন (১৮ জুলাই ২০১৯ তারিখে গৃহীত)

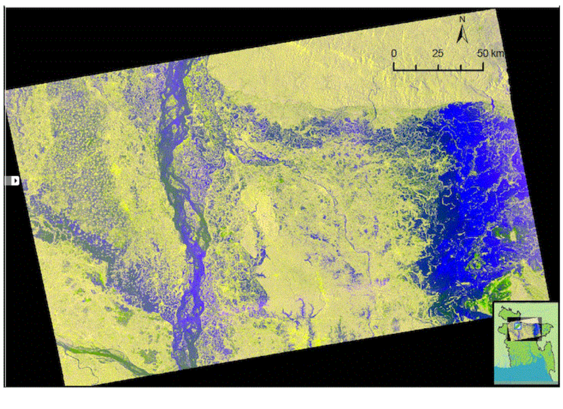

সেন্টিনেল-১ স্যাটেলাইট থেকে ধারণকৃত ছবি; সূত্র: ছারভির-নাসা

বাংলাদেশ লোকায়িত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশ্বে নজির স্থাপন করেছে। দুর্যোগ মোকাবেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যেগগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০ প্রণয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ প্রণয়ন এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ প্রণয়ন; সমগ্র দেশের দুর্যোগের ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি এবং দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য জাতীয় কন্টিজেন্সী পরিকল্পনা প্রণয়ন। ২০১৯ এর বন্যা মোকাবেলায় সরকারি- বেসরকারি নানা উদ্যোগ যেমন, ত্রাণ বিতরণ, মেডিকেল টিম কর্তৃক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান লক্ষণীয়। তবে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৫, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০,

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ অনুসারে বন্যা পূর্ববর্তী প্রস্তুতি এবং জরুরি সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা সত্ত্বেও গণমাধ্যমে বন্যা মোকাবেলায় সুশাসনের ঘাটতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১১.৫-এ ২০৩০ এর মধ্যে সমন্বিত দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর নীতি এবং পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে সামগ্রিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশান-২০১৫ অনুসারে ২০১৫-২০৩০ সময়কালে দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন এবং কার্যকর সাড়া প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ২০১৯ এর বন্যা মোকাবেলায় সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হলেও গণমাধ্যমে বন্যা মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পায়। এর পাশাপাশি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবি'র কার্যকর কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় প্রশাসন থেকে ত্রাণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের আহ্বান এবং বন্যা মোকাবেলায় সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হলেও সেগুলোর কার্যকরতা বৃদ্ধিতে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল বিশ্বব্যাপী নন্দিত ও অনুসৃত হলেও প্রায় প্রতিবছর সংঘটিত বন্যার মতো দুর্যোগের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি, বন্যাকালীন সহায়তা ও পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে বন্যা মোকাবেলায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১.২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় প্রস্তুতি, জরুরি সাড়া প্রদান, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যবেক্ষণ। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো-

- সরকারি উদ্যোগে বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি, বন্যাকালীন এবং বন্যা পরবর্তী জরুরি সাড়া ও ত্রাণ প্রদান এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমের পরিকল্পনায় প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা
- বন্যা মোকাবেলা কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরণ, কারণ, ক্ষেত্র ও মাত্রাসমূহ চিহ্নিত করা; এবং
- গবেষণায় প্রাপ্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুপারিশ প্রস্তাব করা।

১.৩. গবেষণার পরিধি

বন্যা মোকাবেলায় জাতীয় পর্যায় হতে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত কয়েকটি পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। গবেষণাটিতে ক্ষতিগ্রস্ত খানাসমূহের খাতভিত্তিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ, বন্যা মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম, বন্যা চলাকালীন সরকারি ও বেসরকারিভাবে জরুরি সাড়া প্রদান ও ত্রাণ কার্যক্রম এবং বন্যা পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পুনর্বাসনের সকল কাজ বাস্তবায়ন শুরু না হওয়ায় কিছু কার্যক্রমের পরিকল্পনা পর্যন্ত দেখা হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, আশ্রয় ও গৃহায়ন, পানি ও স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষিজ ও প্রাণিজ সম্পদ, ত্রাণ প্রদানের বিষয়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে। সুশাসনের প্রধান নির্ধারক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সমন্বয়, শুদ্ধাচার, সক্ষমতা, অংশগ্রহণ ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে উপরোক্ত সুনির্দিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় বিবেচিত সময় ছিল ২০১৯ এর জুলাই হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবং জরিপের সময়কাল ছিল ২০১৯ এর ৩১ জুলাই হতে ৭ আগষ্ট পর্যন্ত। উল্লেখ্য, গবেষণার ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে এ ফলাফল বন্যার মতো দুর্যোগ মোকাবেলায় বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতিসমূহের একটি দিক-নির্দেশনা প্রদান করে।

অধ্যায় ২: গবেষণা পদ্ধতি

২.১. গবেষণা পদ্ধতি

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা মোকাবেলায় জরুরি সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে গবেষণাটিতে ক্ষতিগ্রস্ত খানাসমূহের খাতভিত্তিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ, বন্যা মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম; বন্যা চলাকালীন সরকারি ও বেসরকারিভাবে জরুরি সাড়া প্রদান ও ত্রাণ কার্যক্রম; এবং বন্যা পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সুশাসনের প্রধান নির্ধারকসমূহ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সমন্বয়, শুদ্ধাচার, সক্ষমতা, অংশগ্রহণ ও ন্যায্যতার চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতি (গুণগত ও পরিমাণগত) গবেষণা এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৯ সালে বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা, প্রাথমিক বন্যা কবলিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোর মধ্য হতে পাঁচটি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত এলাকা হতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে ফলাফল আলোচনা করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাতীয়, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিচে গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যের ধরন ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

২.২. বিশ্লেষণ কাঠামো

পর্যায়	পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র (২০১০ সালের দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর নিরিখে)
বন্যা-পূর্ববর্তী	▪ ঝুঁকি যাচাই, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী শনাক্তকরণ ও নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি ▪ আশ্রয়কেন্দ্রে খাদ্য সরবরাহ এবং সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিতে প্রস্তুতি ▪ ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ ও স্থানীয়ভাবে মজুদকরণ ▪ মহড়ার আয়োজন, সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার ▪ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে সেবা প্রদানের প্রস্তুতি
বন্যাকালীন	▪ যথাসময়ে দুর্যোগ সংক্রান্ত সঠিক তথ্য প্রেরণ ▪ জরুরি উদ্ধার কাজ পরিচালনা ▪ নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ▪ ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকাভুক্তি ও ত্রাণ বিতরণ ▪ ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ এবং অভিযোগ জানানো ও নিরসন ব্যবস্থা ▪ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়
বন্যা-পরবর্তী	▪ ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের চাহিদা ও অগ্রাধিকার নির্ণয় ▪ সরকারি ও বেসরকারি পুনর্বাসন কার্যক্রম ▪ অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ি মেরামতের জন্য বরাদ্দ ▪ ক্ষতিগ্রস্ত ফসলিক্ষেত সংস্কার ও নাবি জাতের চারা বিতরণ পরিকল্পনা ▪ ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, বাঁধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও অবকাঠামো সংস্কারের পরিকল্পনা

সুশাসনের নির্দেশক:

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সমন্বয়, শুদ্ধাচার, সক্ষমতা, অংশগ্রহণ ও ন্যায্যতা

২.৩. তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা নির্ধারণ

এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রাথমিক তথ্য ও পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৯ সালে বন্যায় বন্যাপ্লাবিত ২৮টি জেলার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচটি জেলাকে (কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, বগুড়া ও সিলেট) বাছাই করা হয়েছে। জেলাসমূহ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো, জেলাভিত্তিক মৃতের সংখ্যা, বন্যা কবলিত খানা ও বাড়ির সংখ্যা সংখ্যা[১] এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি। নির্বাচিত পাঁচটি জেলা হতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দু'টি করে উপজেলা বাছাই করে মোট ১০টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। পরবর্তী ধাপে নির্বাচিত ১০টি উপজেলার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দু'টি করে মোট ২০টি ইউনিয়ন নির্বাচন করে প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে ৩০টি করে মোট ৬০০ খানায় জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। জরিপকালে ক্ষয়ক্ষতির ধরণ যেমন বন্যায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে এমন পরিবার, শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন পরিবার, নদী ভাঙ্গনে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে জরিপের আওতায় আনার জন্য অতিরিক্ত ৮৩টি খানা জরিপে অন্তর্ভুক্ত করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

[১] দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট হতে ৩১ জুলাই ২০১৯ তারিখে সংগৃহীত।

২.৪. তথ্যের ধরন ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বিত করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং গবেষণার লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উৎস অনুযায়ী তথ্যের ধরন ও তথ্যের উৎসসহ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি নিম্নোক্ত সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ১: গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের ধরন ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

<table>
<tr><th colspan="2">তথ্যের ধরন</th><th>তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি</th><th>তথ্যের উৎস</th></tr>
<tr><td rowspan="3">প্রত্যক্ষ তথ্য</td><td rowspan="2">গুণগত</td><td>মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার</td><td>দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, শিক্ষা কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, কৃষি কর্মকর্তা, মৎস্য কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, পাউবো কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্য, ত্রাণ বিতরণকারী এনজিও'র কর্মকর্তা, সাংবাদিক, স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি</td></tr>
<tr><td>ফোকাস দল আলোচনা</td><td rowspan="2">বন্যা কবলিত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত খানা</td></tr>
<tr><td>পরিমাণগত</td><td>জরিপ</td></tr>
<tr><td>পরোক্ষ তথ্য</td><td></td><td>পর্যালোচনা</td><td>সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, গবেষণা প্রতিবেদন, দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/উপজেলা ও জেলা থেকে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য</td></tr>
</table>

২.৫. গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা মোকাবেলায় জরুরি সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে গবেষণাটিতে ক্ষতিগ্রস্ত খানাসমূহের খাতভিত্তিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ, বন্যা মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম; বন্যা চলাকালীন সরকারি ও বেসরকারিভাবে জরুরি সাড়া প্রদান ও ত্রাণ কার্যক্রম; এবং বন্যা পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সুশাসনের প্রধান নির্ধারকসমূহ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সমন্বয়, শুদ্ধাচার, সক্ষমতা, অংশগ্রহণ ও ন্যায্যতার চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত বিষয়ে গুণগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়- মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা। গুণগত তথ্যের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্যের প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

সংশ্লিষ্ট চেকলিস্টের মাধ্যমে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, শিক্ষা কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, কৃষি কর্মকর্তা, মৎস্য কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, পাউবো কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্য, ত্রাণ বিতরণকারী এনজিও'র কর্মকর্তা, সাংবাদিক, স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

দলীয় আলোচনা

বন্যা সতর্কবার্তা প্রচার, গৃহীত পদক্ষেপ, আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণ ও তার মান (যেমন, ধারন ক্ষমতা, অবকাঠামোগত অবস্থা, রাত্রিকালীন নিরাপত্তা, নারীদের জন্য পৃথক কক্ষ, টয়লেট ব্যবস্থা, খাবার পানি ও খাদ্য সরবরাহ) সম্পর্কে সন্তুষ্টি, আশ্রয়কেন্দ্রের পরিবর্তে ভিন্ন জায়গায় অবস্থান, বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি, বন্যা মোকাবেলায় মন্ত্রনালয়, বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি সংস্থা (এনজিও, স্বেচ্ছাসেবী) থেকে গৃহীত পদক্ষেপ (স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী), বরাদ্দকৃত ত্রাণের পরিমাণ ও বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম, ত্রাণ বন্টনে ন্যায্যতা, ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ/পরিবার নির্বাচনে তালিকা প্রণয়নে নিরপেক্ষতা ও স্থানীয় জনগণের মতামত গ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ প্রাপ্তি এবং প্রাপ্তিতে ও বন্যা মোকাবেলায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের (ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্য) ভূমিকা; অভিযোগ প্রদান ও তার প্রতিকার এবং পুনর্বাসনের চাহিদা সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত সংগ্রহে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় আলোচনার আয়োজন করা হয়। দলীয় আলোচনার ক্ষেত্রেও একটি পূর্ব-নির্ধারিত চেকলিস্ট-এর সহায়তা নেওয়া হয়।

২.৬. পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহে জরিপের নমুনায়ন

বন্যা কবলিত মানুষকে জরিপের জন্য নির্বাচন ও নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে পদ্ধতিগত নমুনায়নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে মোট ৬৮৩টি খানায় জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপকৃত পরিবারের সর্বমোট সংখ্যা নির্ধারণে পরিসংখ্যানের সূত্র ব্যবহার করা হয়। জরিপের জন্য খানা নির্বাচন বাছাইকৃত ইউনিয়নের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানটি চিহ্নিত করে ঐ স্থান হতে প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত খানায় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী ধাপে প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত খানা হতে প্রতি পাঁচ খানা পর পর ক্ষতিগ্রস্ত খানা চিহ্নিত করে জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে।

চিত্র ৩: বন্যা আক্রান্ত জেলা এবং গবেষণা এলাকার মানচিত্র

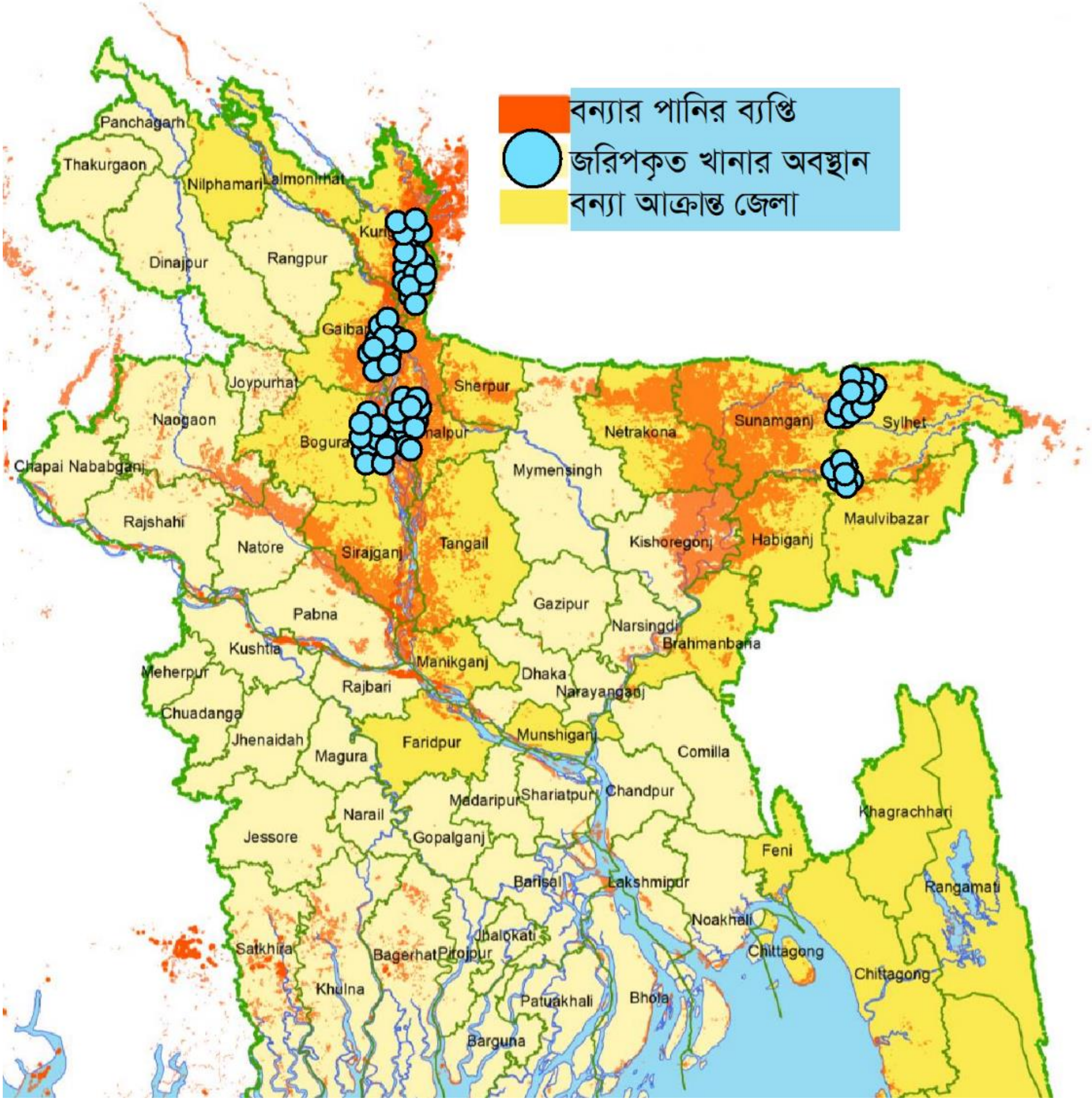

২.৭. দুর্যোগ মোকাবেলায় আইনি কাঠামো

দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রত্যেক মানুষের সমান সুযোগ এবং সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার বাংলাদেশ সংবিধানে স্বীকৃত। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(১) তে বলা হয়েছে 'রাষ্ট্র সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করবে'। যেহেতু দুর্যোগে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র

জনগোষ্ঠী বেশি সম্পদ হারায়, সেহেতু আক্রান্ত জনগোষ্ঠী তাদের জীবন-ধারণের মৌলিক উপকরণ ফিরে পাওয়ার অধিকার রাখে[২]। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মূলত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এবং দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০ অনুসরণ করা হয়। এসব আইন, নীতিমালা এবং আদেশাবলীতে বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় নির্দেশনা ও আদেশাবলী উল্লেখ করা হয়েছে।

চিত্র ৪: বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামোর প্রধান প্রধান অংশীজন ও তাদের সমন্বয় ব্যবস্থা

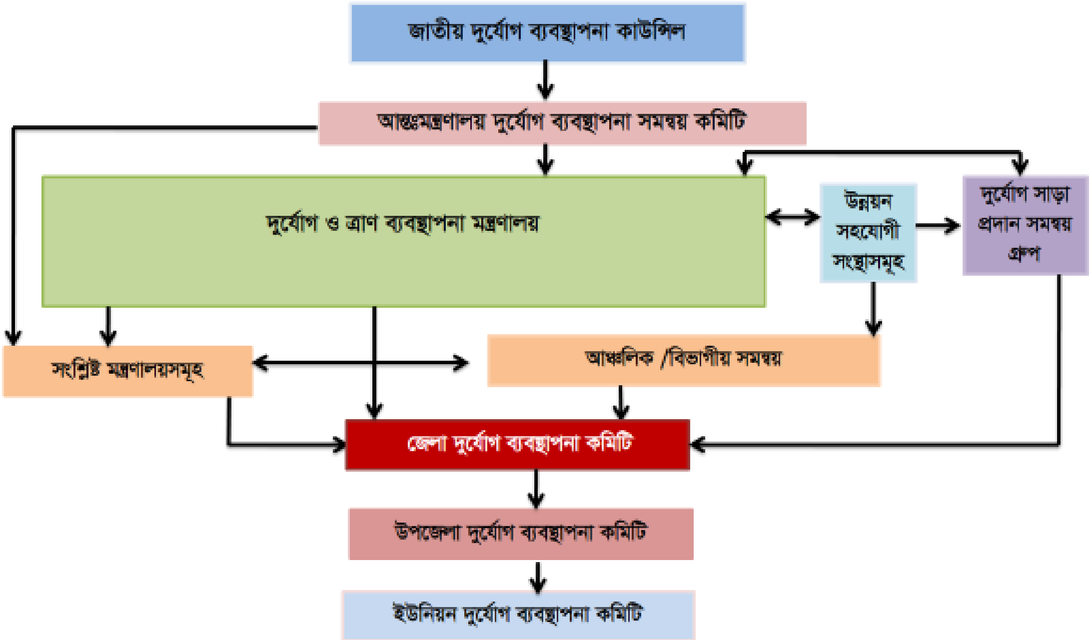

বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের মূলনীতিগুলো হলো, ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্ব; খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জরুরি সাড়াদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর পৃথক ইউনিট গঠন; গ) দ্রুত পুনরুদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা; ঘ) অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিপদাপন্ন দুর্যোগ প্রবণ এলাকা এবং প্রতিবেশ বিপন্ন এলাকাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে প্রাধান্য দেওয়া; ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, পরিকল্পনা এবং স্থায়ী আদেশাবলীর বাস্তবায়ন; চ) সরকারি বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমুহের সাথে সমন্বয়; ছ) ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরুপণ করা এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা প্রদান; জ) বহুবিধ ব্যবহারযোগ্য বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা; ঝ) যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন; ঞ) রোগব্যাধি ও মহামারির প্রকোপ থেকে দুর্গত এলাকা রক্ষা করা; ট) দুর্গত এলাকায় নিরাপত্তা পরিস্থিতি জোরদার করা; ঠ) জনঅংশগ্রহণ ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা-জনসাধারণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, বিপদাপন্নতার মৌলিক কারণ অনুসন্ধান, জনঅংশগ্রহণ, তৃণমূল পর্যায়ে জনসংগঠন তৈরি, বন্যা নদী ভাঙ্গনের কারণে স্থানান্তরের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার প্রদান; ঢ) অভিযোজন কৌশল জোরদারকরণ- পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, দারিদ্র হ্রাস, স্থানীয় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সম্পদের ভিত্তিতে অভিযোজন কৌশল উদ্ভাবন এবং আধুনিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক কৌশলের সাথে সম্মিলন; এবং ণ) সফল কর্মসূচি সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসার।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২

দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতিসহ জনগণের সার্বিক দুর্যোগ লাঘব করা, দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কর্মসূচি অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ প্রণীত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হলো দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস এবং দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি সাড়াদানের নিমিত্তে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যক্রম, যার মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এসব পদক্ষেপের মধ্যে আছে, (ক) দুর্যোগের বিপদাপন্নতা, পরিধি, মাত্রা ও সময় নির্ণয়; (খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ সব ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ, সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়ন; (গ) আগাম সতর্কতা, বিপদ সংকেত প্রদান ও প্রচারের ব্যবস্থা এবং জানমাল নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর; এবং (ঘ)

[২] দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫

দুর্যোগ পরবর্তী অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা, জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব ও চাহিদা নির্ধারণ, মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের অধীন ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন এবং অত্যাবশ্যকীয় সেবা, পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫

বন্যা ঝুঁকি ব্যস্থাপনা

ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা: বন্যার ঝুঁকিহ্রাসে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা; সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে বন্যা ঝুঁকিহ্রাসে অধিক সংখ্যক কর্মসূচি ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা; বন্যা ঝুঁকিহ্রাসে বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও কার্যকর সম্প্রচার ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা; বন্যা ঝুঁকি প্রশমনের জন্য বন্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের কার্যকর বৈজ্ঞানিক কৌশল উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা; বহুবিধ ব্যবহারযোগ্য বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা, সঠিক ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা; বন্যার সময় জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যকরভাবে সাড়া দিতে বন্যাপূর্ব সময় থেকেই সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান জনবলসহ প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রীর মজুদ গড়ে তোলা এবং তা বিতরণের পূর্বপরিকল্পনা প্রস্তুত করা; বন্যা পরবর্তী প্রাথমিক ক্ষয়-ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের জন্য প্রচলিত পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা এবং এ ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা; বন্যা ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় কার্যকর প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে বন্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা, জনগোষ্ঠী ও ব্যবস্থাকে সচল রাখার পরিকল্পনা তৈরি করা।

জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা: বন্যা পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা দ্রুত পুনঃস্থাপন করা ও জরুরি তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা; বন্যার সময় ও বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে নিহতদের যথাযথ সৎকারের ব্যবস্থা করা এবং আহদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে জীবন রক্ষা করার ব্যবস্থা করা; রোগ ব্যাধি ও মহামারির প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে দুর্গত এলাকায় ও আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান জোরদার করা; দুর্গত এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা এবং আশ্রয় কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা; দুর্গত অঞ্চলে এবং অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে জরুরি ভিত্তিতে পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; বন্যাকালীন ও বন্যা পরবর্তী জরুরি অবস্থায় এলাকায় চুরি ডাকাতি রোধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা; বন্যা পরবর্তী প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা এবং তার ভিত্তিতে জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা; দুর্যোগকালীন উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা; বিভিন্ন পর্যায়ে ত্রাণ তহবিল ও ত্রাণ ভাণ্ডারের নগদ অর্থ ও সামগ্রী দ্রুত দুর্গত এলাকায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা; প্রাথমিক চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে জাতীয় ও প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক পর্যায় হতে ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করা ও বিতরণের ব্যবস্থা করা; বন্যার সময় ও বন্যা পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতিতে আক্রান্ত মানুষের অনুসন্ধান, উদ্ধার ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

আকস্মিক বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা: আকস্মিক বন্যায় ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা ও জনগোষ্ঠী সনাক্ত করা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; আকস্মিক বন্যা ঝুঁকিহ্রাসে বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা; আকস্মিক বন্যার জন্য কার্যকর সম্প্রচার ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করা; আকস্মিক বন্যাজনিত পানির দ্রুত নিষ্কাশনের লক্ষ্যে নদী-খাল পুনঃখনন করা ও বেদখল হওয়া খাল পুনরুদ্ধার করা; আকস্মিক বন্যা ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় বহুবিধ ব্যবহার উপযোগী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা এবং জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা; আকস্মিক বন্যা ঝুঁকি প্রবণ এলাকায় রাসায়নিক কারখানা থাকলে তা থেকে বন্যাকালীন সময়ে যাতে রাসায়নিক পদার্থ পানিতে ছড়াতে না পারে সেজন্য বিশেষ সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা; সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে আকস্মিক বন্যা ঝুঁকিহ্রাসে অধিক সংখ্যক কর্মসূচি ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা; আকস্মিক বন্যা পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের জন্য প্রচলিত পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা এবং এ ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা; আকস্মিক বন্যা পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গড়ে তোলা এবং কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা: আকস্মিক বন্যা পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা দ্রুত পুনঃস্থাপন করা ও জরুরি তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা; আকস্মিক বন্যার সময় ও জরুরি পরিস্থিতিতে নিহতদের সৎকারের ব্যবস্থা করা এবং আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদনের মাধ্যমে জীবন রক্ষা করার ব্যবস্থা করা; দুর্গত এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা; দুর্গত অঞ্চলে এবং অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে জরুরি ভিত্তিতে পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; আকস্মিক বন্যা চলাকালীন ও বন্যা পরবর্তী জরুরি অবস্থায়

চুরি, ডাকাতি রোধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা; আকস্মিক বন্যা পরবর্তী প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা এবং তার ভিত্তিতে জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা; দুর্যোগকালীন উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা; বিভিন্ন পর্যায়ে ত্রাণ তহবিল ও ত্রাণ ভাণ্ডারের নগদ অর্থ ও সমাগ্রী দ্রুত দুর্গত এলাকায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা; প্রাথমিক চাহিদা ও ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ করে জাতীয় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করা ও সুষ্ঠু বিতরণের ব্যবস্থা করা; দুর্যোগে সাড়াদানকারী বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে ঝুঁকিপ্রবণ এলাকাতে বছরে অন্ততঃ একবার যৌথ মহড়া আয়োজনের মাধ্যমে পেশাদারিত্ব অর্জন করা।

দুর্যোগ বিষয়ক আদেশাবলী ২০১০

দুর্যোগ বিষয়ক আদেশাবলীতে ঝুঁকি হ্রাস পর্যায়ের পদক্ষেপসমূহের মধ্যে আছে-(ক) নিয়মিত দুর্যোগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন; (খ) লিঙ্গ, বয়স, শারীরিক সামর্থ্য, সামাজিক অবস্থা, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন বা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী শনাক্তকরণ; (গ) সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন বা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে বিপদাপন্নতা হ্রাস; এবং (ঘ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্থানীয় সরকার, স্বেচ্ছাসেবী ও জনসাধারণকে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম করে তোলা।

সতর্ককালীন পর্যায়ের পদক্ষেপসমূহের মধ্যে আছে- (ক) সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার; (খ) উদ্ধারকারী দলের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ এবং অপসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠিকে অপসারণ; (গ) প্রশিক্ষিত প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে দুর্যোগের পূর্বভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর নিকট প্রচার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ; (ঘ) পূর্ব নির্ধারিত জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকদের সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ; এবং (ঙ) আশ্রয়কেন্দ্রের নিকটে নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে বিকল্প উৎস ঠিক রাখা।

দুর্যোগ পর্যায় ও দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায় জরুরি সাড়াদানের ক্ষেত্রে পদক্ষেপসমূহ হল, (ক) দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুজবে জনসাধারণ যেন ভীত সন্ত্রস্ত না হয়ে পড়ে সেজন্য যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রেরণ; (খ) প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধাদি ব্যবহার করে জরুরি উদ্ধার কাজ পরিচালনা; (গ) দুর্যোগকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; (ঘ) জনসাধারণের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ স্থানান্তরে সহযোগিতা; (ঙ) ত্রাণ ও পূণর্বাসন কার্যক্রমের চাহিদা ও অগ্রাধিকার নির্ণয়; এবং (চ) ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা এবং ত্রাণ বিতরণে সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা।

অধ্যায় ৩: গবেষণার ফলাফল- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এলাকার ক্ষয়ক্ষতি এবং মোকাবেলায় ইতিবাচক পদক্ষেপ

৩.১. গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এলাকার ক্ষয়ক্ষতি

সরকারি হিসাব মোতাবেক ক্ষয়ক্ষতির পরিমান

বন্যার ব্যাপকতা বেশি থাকায় গবেষণাভুক্ত দশটি উপজেলায় মানুষের জীবন, সম্পদ, সামাজিক অবকাঠামো সমূহের ক্ষয়ক্ষতি লক্ষণীয়। বন্যা পরবর্তীকালে প্রান্তিক পর্যায় থেকে তথ্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নির্ধারিত ফরমে সংগ্রহ করে উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নিরুপণ করে; যা বন্যা পরবর্তী সময়ে সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের পরিকল্পনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণাভূক্ত উপজেলাসমূহের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বন্যায় বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি জেলার দশটি উপজেলায় বন্যায় মোট ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। গবেষণাভুক্ত ১০টি উপজেলায় ১৮ হাজার ৭১২টি পরিবার সম্পূর্ণভাবে এবং ৩ লাখ ২৬ হাজার ২৫৮টি পরিবার আংশিক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে ৯ হাজার ৬৩টি সম্পূর্ণভাবে এবং ১ লাখ ৩৮ হাজার ৮৪৫টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ৩৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে এবং ১ হাজার ২৭৭টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আবার ৩৯৮.৭৬ কি.মি. সম্পূর্ণভাবে এবং ২ হাজার ৪৫৫.২৬ কি.মি. রাস্তা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাঁধ সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১.৫৫৪ কি.মি. এবং আংশিক ক্ষতি ৫৩.৬ কি.মি.। এছাড়া ১২ হাজার ১৮৬.৫ হেক্টর ফসলি জমি সম্পূর্ণ এবং ৩২ হাজার ২৩৩ হেক্টর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে, জরিপকৃত ৯০% খানার ঘরবাড়ি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং খানাপ্রতি গড় ক্ষতি ১৭,৮৬৩ টাকা। ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো-

সারণি ২: গবেষণাভুক্ত ১০টি উপজেলায় ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য

বিবরণ	জামালপুর				বগুড়া				সিলেট				কুড়িগ্রাম				গাইবান্ধা			
	দেওয়ানগঞ্জ		ইসলামপুর		সোনাতলা		সারিয়াকান্দি		কোম্পানিগঞ্জ		গোয়াইনঘাট		উলিপুর		চিলমারি		গাইবান্ধা সদর		ফুলছড়ি	
	সম্পুর্ণ	আংশিক	সম্পুর্ণ	আংশিক	সম্পুর্ণ	আংশিক	সম্পুর্ণ	আংশিক	সম্পুর্ণ	আংশিক	সম্পুর্ণ	আংশিক	সম্পুর্ণ	আংশিক	সম্পুর্ণ	আংশিক	সম্পুর্ণ	আংশিক	সম্পুর্ণ	আংশিক
পরিবার	১৫৪০	৫৮২২১	১৬৭০	১০৫২১		২২১০০	০	৫১০৪২	৪৩০	১৩৭৬৫	৫০০	২৪৫৭০	১৯৩০	৬৯৮৮০	২১৩৫	৯৩০৭	৯৩০০	২৭৯০০	১২০৭	৩৮৯৫২
ঘরবাড়ী	৩৫১	১৮৩৫১	৬৮১	১৪৪২৫	৩৯১	২৫০০	০	৬৮০	১২২৭	১৪১৫৩	০	২৫০০	১১৫৯	৬৯২১০	২৩২০	৯৩০৭	১৭৩৬	১৬৪৫	১১৯৮	৬০৭৪
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২	১৯১	১	২৭০	১৪	৭৮	০	৫৬		১৬	০	১১		৩২০	৬	১০৬	৫	১৪৯	৫	৮০
রাস্তা- কাঁচা পাকা (কি:মি:)	৩৮৫		৭৯০		৩১		১১৬		৭০		১৯১		৪৮২		১৫৩		১৫৮		৪৫৯	
বাঁধ (কি:মি:)	০	০.৪	০	০	০	০	০	০		০.২০	০	০	০	০	০.০৫	১৮	০.৫	৫	১	৩০
ফসলিজমি (হেক্টর)	০	৬৮০০	১৯০৫	৪২৩০	৩০৬৪	১৬৩৩		১১৭১৫	০	৪৮৮	১৩০	২১৮	২২৫৩	৪১৩৯	১৬৩৭	০	১২২৮	১২৩৫	১৯৭০	১৭৭৫

তথ্যসূত্র: উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

৩.২. জরিপে অংশগ্রহণকারী খানাসমূহের খাতভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তথ্যমতে বিপুল পরিমাণ ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাস্তা, বাঁধ এবং ফসলি জমির ক্ষতি হয়েছে যা নিম্নে সারণিতে দেখানো হলো-

সারণি ৩: ২৮টি জেলার ক্ষয়ক্ষতির সাথে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১০টি উপজেলায় বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির তুলনামূলক চিত্র

ক্ষয়ক্ষতির ক্ষেত্র	২৮টি জেলায় ক্ষয়ক্ষতি		১০টি উপজেলায় ক্ষয়ক্ষতি	
	সম্পূর্ণ ক্ষতি	আংশিক ক্ষতি	সম্পূর্ণ ক্ষতি	আংশিক ক্ষতি
প্রাণহানি (জন)	১০৮		৩৯	
পরিবার	৯৮,৬৮৮	১৩,৬০,১০২	১৮,৭১২	৩,২৬,২৫৮
ঘরবাড়ি	৩৪,৯৯৯	৫,৪৭,৯৬৭	৯,০৬৩	১,৩৮,৮৪৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৪৬	৫,০৫৬	৩৩	১,২৭৭
রাস্তা - কাঁচা, পাকা (কি.মি.)	৪৫০.২	৭,৮২১	৩৩০.৭	২,৫০৫.২৬
বাঁধ (কি.মি.)	৩.০৫৫	২৩১	১.৫৫৪	৫৩.৬
ফসলি জমি (হেক্টর)	৪৫,৪৯৩	৮১,৭৬৩	১২,১৮৬.৫	৩২,২৩৩

তথ্যসূত্র: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

বন্যায় সামগ্রিক ক্ষতির বিপরীতে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১০টি উপজেলায় ক্ষয়ক্ষতির হার শতকরায় নিম্নের চিত্রে প্রদান করা হলো-

চিত্র ৫: বন্যায় সামগ্রিক ক্ষতির বিপরীতে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১০টি উপজেলায় ক্ষয়ক্ষতির হার

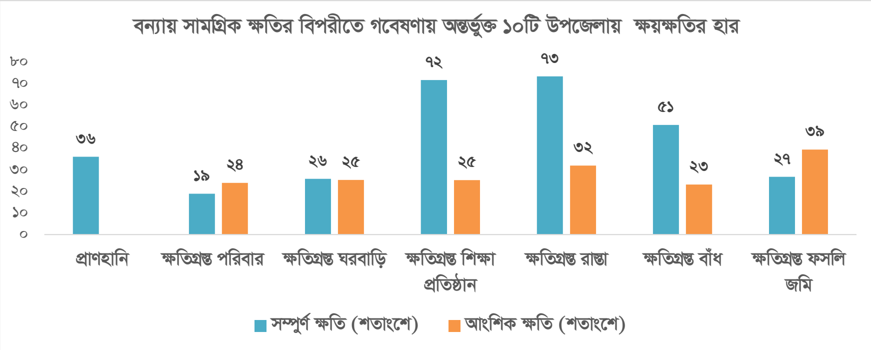

সরকারি হিসেবে প্রাণহানি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, ঘরবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাস্তা, বাঁধ এবং ফসলি জমির ক্ষতির বিবেচনায় উপর্যুক্ত চিত্র গবেষণা এলাকায় সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা নির্দেশ করে। এছাড়া প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জরিপে অংশগ্রহণকারী খানাসমূহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমান ক্ষয়ক্ষতি লক্ষনীয়। জরিপকৃত খানাসমূহে বিপুল সংখ্যক ঘর-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ ঘরের ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড়ে ১৮ হাজার ১৬৯ টাকার এবং সম্পূর্ন ক্ষতিগ্রস্থ ঘরের ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড়ে ৬৪ হাজার ৯০৮ টাকার ক্ষতির হয়েছে। খানার গবাদিপ্রাণি বাবদ গড় ক্ষতি ৮,৯৩০ টাকা। উল্লেখ্য, খানাসমূহের গড়ে ৫৪ হাজার ৯১৩ টাকার গরু-মহিষ; ৩৩ হাজার ২৫০ টাকার ফ্রীজ; ১২ হাজার ৪৪৯ টাকার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম; ১১ হাজার ১১০ টাকার ছাগল-ভেড়ার; ১০ হাজার ৮৩১ টাকার মজুত ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

চিত্র ৬: জরিপে অংশগ্রহণকারী খানাসমূহের খাতভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির গড় পরিমাণ (টাকা)

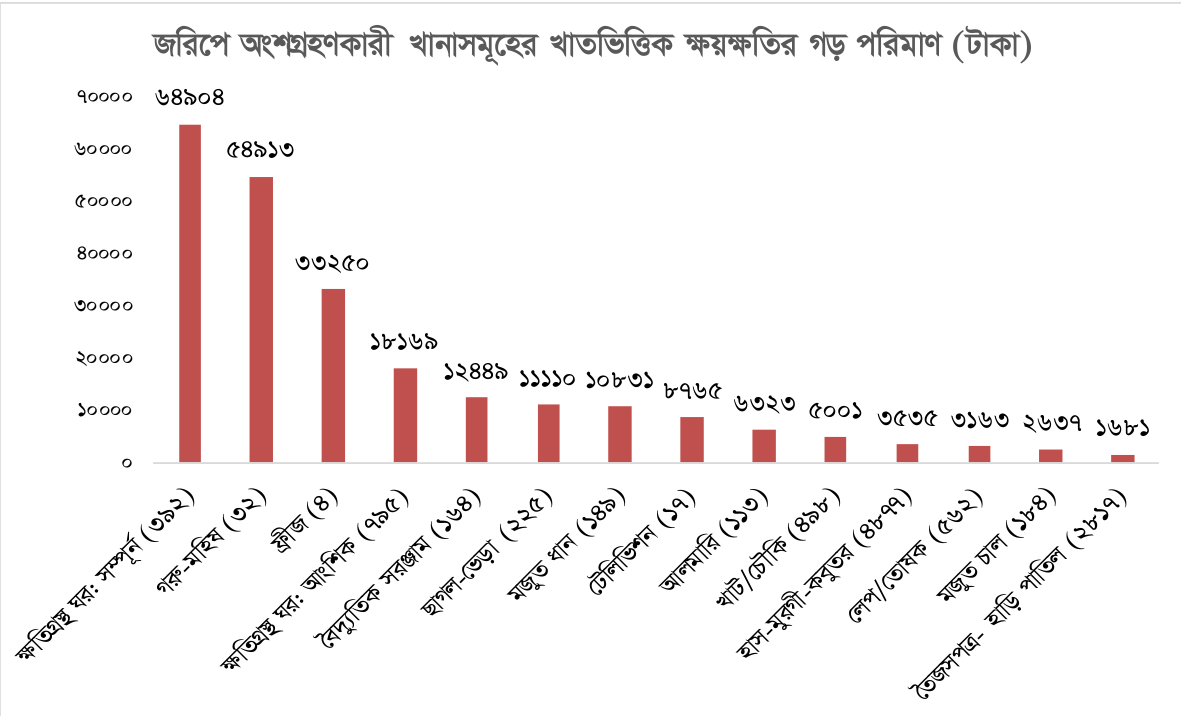

জরিপে অংশগ্রহণকারী খানা সমূহের ক্ষেত্রে গবেষনায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় যে বন্যায় উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে রয়েছে -

গৃহস্থালী ও প্রাণিসম্পদের ক্ষয়ক্ষতি :

- ৯০ শতাংশ খানার ঘরবাড়িই কোনো না কোনো ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যেখানে খানাপ্রতি গড় ক্ষতি ১৭,৮৬৩ টাকা
- ৭০ শতাংশ খানার গৃহস্থালীর মালামাল (বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, মজুদ ধান ও চাল) ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেখানে খানাপ্রতি গড় ক্ষতি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, তৈজসপত্র, আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড় ক্ষতি ৯৩৭ টাকা; মজুদ ধান ও চালের ক্ষেত্রে গড় ক্ষতি যথাক্রমে ১০,৮৩১ এবং ২,৬৩৭ টাকা
- ৫৮ শতাংশ খানার গবাদিপ্রাণির (গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি, কবুতর) ক্ষেত্রে গড়ে ৮,৯৩০ টাকার ক্ষতি।

কৃষি ও ফসলি জমির ক্ষতি

- ৪৬ শতাংশ খানার কোনো না কোনো ফসলি ক্ষেত (বীজতলা, ধান, পাট, সবজি) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেখানে খানাপ্রতি গড় ক্ষতি পরিমান বীজতলা ১,০০৬ টাকা, ধান ২৬,২৫২ টাকা, পাট ৪১,৭৭৪ টাকা ও সবজি ৫,৮৪৯ টাকা
- পাঁচ শতাংশ খানায় মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেখানে খানা প্রতি গড়ে ১,৪৪,৮৪৯ টাকা ক্ষতি হয়েছে
- ৩১ শতাংশ খানার কোনো না কোনো ফসলি জমি বালি জমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বালি জমায় জমিগুলোতে আগামী ২-৩ বছর ভালো ফসল না হওয়ার আশংকা

চিত্র ৭:খানাসমূহের খাতভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির গড় পরিমাণ (টাকা)

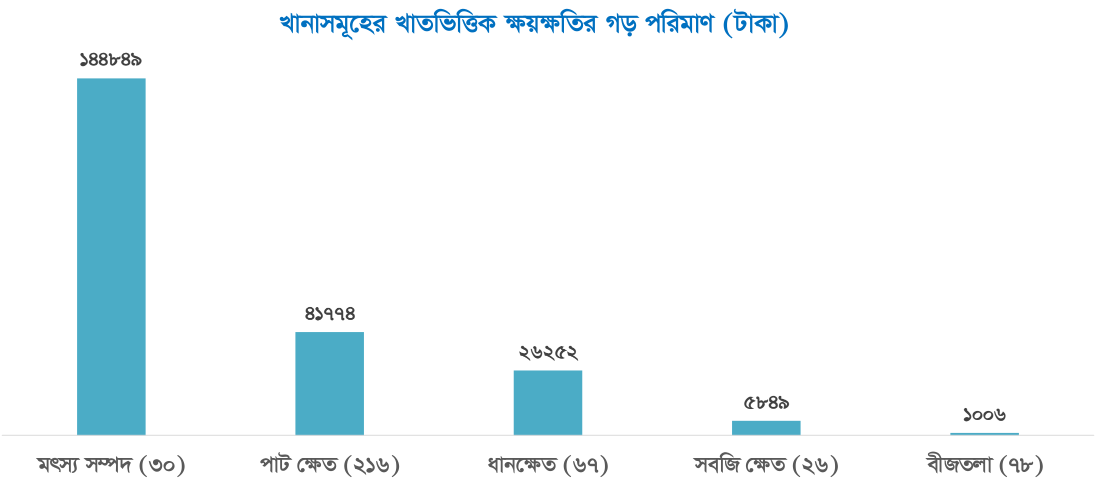

পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার ক্ষয়ক্ষতি

৪৯ শতাংশ খানার নলকূপ এবং ৭৪ শতাংশ খানার ল্যাট্রিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেখানে নলকূপের ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড়ে ৩,০৮৭ টাকা এবং ল্যাট্রিনের ক্ষেত্রে ৩,৭৬১ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

চিত্র ৮: বন্যায় নলকূপ ও ল্যাট্রিনের ক্ষতি

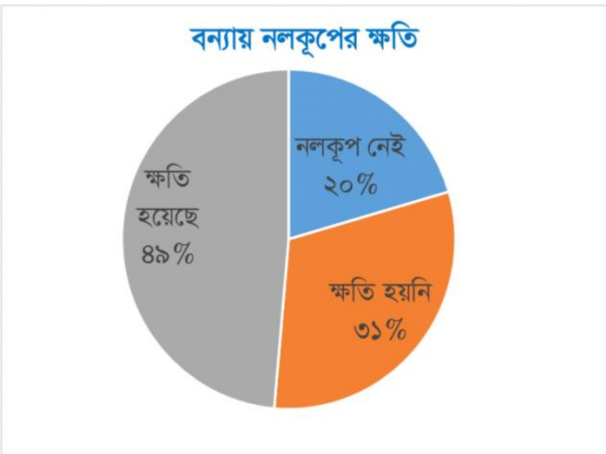

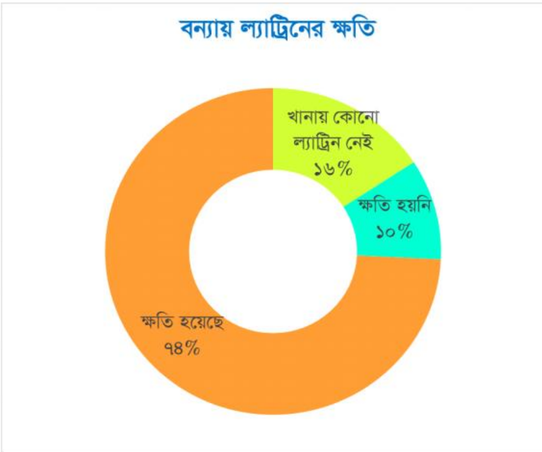

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যার্থে ত্রাণসামগ্রী বরাদ্দ করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে চাল, নগদ অর্থ, শুকনা খাবার (প্যাকেট) তাঁবু (পরবর্তিতে ফেরতযোগ্য), শিশুখাদ্য ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ, নৌকা ক্রয় বাবদ অর্থ, গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি ও ঢেউ টিন। উল্লেখ্যে, জি আর ক্যাশ (নগদ অর্থ) সরাসরি বিতরণ না করে শুকনো খাবার ক্রয় করে প্যাকেট হিসেবে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে বন্টণ করা হয়েছে। এছাড়াও জি আর ক্যাশ ব্যবহার করে শিশুখাদ্য ও গো-খাদ্য এবং রান্নাকরা খাবার বিতরণ করা হয়েছে। নিচের সারণীতে গবেষণা এলাকায় বন্যার ক্ষতি মোকাবেলায় সরকারি হিসেবে প্রদত্ত বরদ্দের বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো-

সারণি ৪: গবেষণা এলাকায় বন্যার ক্ষতি মোকাবেলায় সরকারি বরদ্দ

বিবরণ	জামালপুর		বগুড়া		সিলেট		কুড়িগ্রাম		গাইবান্ধা	
	দেওয়ানগঞ্জ	ইসলামপুর	সোনাতলা	সারিয়াকান্দি	কোম্পানিগঞ্জ	গোয়াইনঘাট	উলিপুর	চিলমারি	গাইবান্ধা সদর	ফুলছড়ি
জি আর চাল (মে. টন)	৫২৪	৮২৪	৩৭৫.৫	৫৮১	৫৩	৬০	১৩৫	১৭৫	২৮৫	৩৬৭
জি আর (ক্যাশ)	৮৭০০০০	৯৩০০০০	৩৪৫০০০	১৩২১০০০	৫০০০০	১৫৩০০০	২৯৫০০০	৪৪৫০০০	৫০০০০০	৭২৫০০০
শুকনা খাবার (প্যাকেট)	১২৫৪	১৭০০	৫০০	২০০০	৩৫০	৪০০	২৯০০	৩৬৫০	৫০০	১৮৫০
তাঁবু (ফেরতযোগ্য)	১৫০	১৫০	০	০	০	০	১৩০	১৩০	২৫০	০
শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ	৩০০০০	৩০০০০	১০৫০০০	১৪০০০০	৮৫০০	৪০০০০	৫০০০০	২৫০০০	৫০০০০	৫০০০০
গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ	৬০০০০	৬০০০০	১০৫০০০	১৪০০০০	৩০০০০	১৩০০০	৫০০০০	২৫০০০	৫০০০০	৫০০০০
নৌকা ক্রয় বাবদ অর্থ	১৫০০০০	১৫০০০০	১০০০০০	০	০	০	০	১০০০০০	০	০
গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি	৭৫৯০০০	৮৭০০০০	৩০০০০০	৫২৫০০০	২৩১০০০	৩৬৩০০০	৬৬০০০০	৬৬০০০০	৭৫০০০০	৯০০০০০
ঢেউ টিন	২৫৩	২৯০	১৩২	২৪১	৭৭	১২১	২২০	২২০	২৫০	৩০০

তথ্যসূত্র: উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

সরকারি তথ্য মোতাবেক সম্পূর্ন ক্ষতিগ্রস্থ ঘরের বিপরীতে গৃহনির্মাণ মঞ্জুরী বাবদ বরাদ্দ অপ্রতুল। দেওয়ানগঞ্জে ঘরপ্রতি গড় ক্ষতির পরিমান ৬৫ হাজার ৪৬৯ টাকা (ক্ষতির গড় পরিমানে সর্বোচ্চ) হলেও গৃহনির্মাণে বরাদ্দকৃত অর্থের গড় পরিমান ৪৯৩ টাকা। একইভাবে, গাইবান্ধা সদরে ঘরপ্রতি গড় ক্ষতির পরিমান ১৭ হাজার ৩৩৩ টাকা হলেও গৃহনির্মাণে বরাদ্দকৃত অর্থের গড় পরিমান ২০ টাকা (বরাদ্দের গড় পরিমানে সর্বনিম্ন)। অন্যান্য উপজেলায় ঘরপ্রতি গড় ক্ষতির বিপরীতে গৃহনির্মাণে বরাদ্দকৃত অর্থের গড় পরিমান হলো- চিলমারি উপজেলায় ৩০৯ টাকা; উলিপুর উপজেলায় ৩৪২ টাকা; ইসলামপুর উপজেলায় ৫২১ টাকা; কোম্পানিগঞ্জ উপজেলায় ৫৩৭ টাকা; গোয়াইনঘাট উপজেলায় ৭২৬ টাকা; ফুলছড়ি উপজেলায় ৭৪৬ টাকা; সোনাতলা উপজেলায় ৭৬৭ টাকা; এবং সারিয়াকান্দি উপজেলায় ৭৭২ টাকা (বরাদ্দের গড় পরিমানে সর্বোচ্চ)। নিচের লেখচিত্রে গবেষণা এলাকায় সম্পূর্ন ক্ষতিগ্রস্থ ঘরের ক্ষেত্রে, ঘরপ্রতি গড় ক্ষতি এবং গৃহনির্মাণ মঞ্জুরী বাবদ গড় বরাদ্দের (টাকা) বিস্তারিত তুলে ধরা হলো-

চিত্র ৯: সম্পুর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ঘরপ্রতি গড় ক্ষতি এবং গৃহনির্মাণ মঞ্জুরী বাবদ গড় বরাদ্দ (টাকা)

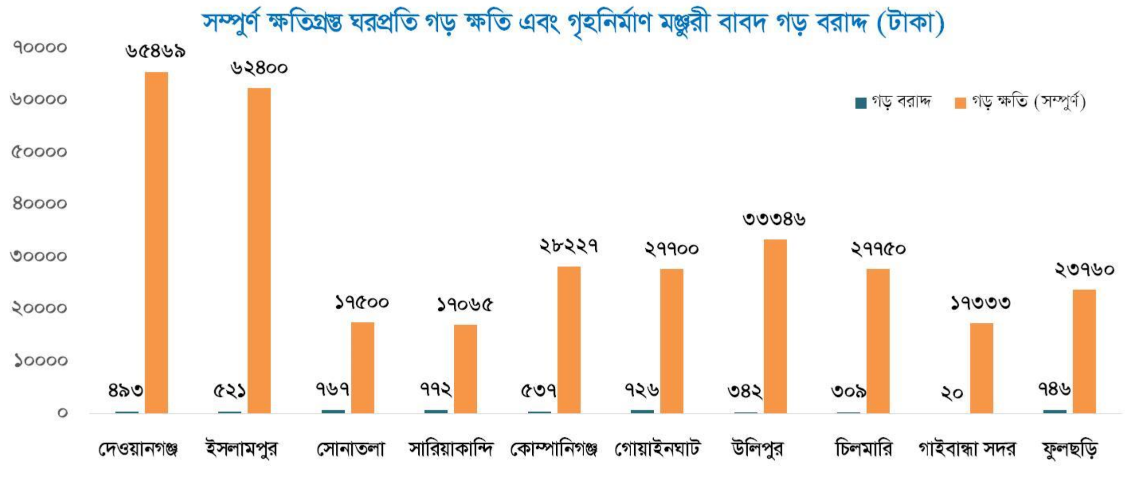

তথ্যসূত্র: উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

৩.৪. বন্যা মোকাবেলায় ইতিবাচক পদক্ষেপ

বন্যা পূর্ববর্তী ইতিবাচক পদক্ষেপ

বন্যা মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে জরুরি সাড়া প্রদানে বন্যা পূর্ববর্তী সময়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সরকারি এই পদক্ষেপ গ্রহণ ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। সুনির্দিষ্টভাবে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো হলো-

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে নিয়মিত নদীর পানি বৃদ্ধি ও বন্যা পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।
- বন্যা সতর্ক বার্তা প্রচারের জন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
- বন্যা মোকাবেলা প্রস্তুতি গ্রহণে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজন করা হয়েছে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও করণীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অবহিত করা হয়েছে।
- স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক শুকনা খাবার সংগ্রহ ও স্থানীয়ভাবে মজুদ রাখা হয়েছে।

বন্যাকালীন ইতিবাচক পদক্ষেপ

২০১৯ সালের বন্যা মোকাবেলায় সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোতে ত্রাণ বরাদ্দ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সুনির্দিষ্টভাবে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো হলো:

- সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোতে সীমিত পরিসরে ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ যেমন জিআর চাল, শুকনা খাবার, তাঁবু, শিশুখাদ্য ও গো-খাদ্য ইত্যাদি
- জরুরি ভিত্তিতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের তহবিল ব্যবহার করে শুকনা খাবার, স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, রান্না করা খাবার বিতরণ
- উপজেলা পর্যায়ে হট-লাইন স্থাপন, বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজন
- মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বন্যা এলাকা পরিদর্শন ও ত্রাণ বিতরণ।

বন্যা পরবর্তী ইতিবাচক পদক্ষেপ

বন্যাদুর্গত এলাকাসমূহে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি প্রশমনে বন্যা পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক কর্ম উদ্যোগ গৃহিত হয়েছে। পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী জরুরি ত্রাণ সহায়তা হিসাবে গবেষণা এলাকায় নগদ টাকা ও খাদ্য সামগ্রী ত্রাণ হিসেবে বন্টন করা হয়েছে। জেলা ভিত্তিক সমন্বিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে দুর্গত এলাকার মানুষকে সীমিত পরিসরে 'মেডিকেল টিম প্রেরণ করে ও ক্যাম্পিংয়ের' মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে, যা বন্যা পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব রোধে সীমিত ভূমিকা রেখেছে। পানি নেমে যাওয়ার পরবর্তী সময়ে গ্রাম পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে নির্ধারিত ফরমে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতির বিবরনী সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ স্বীয় পেক্ষাপটে ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব এবং বিবিধ কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করছে; যা পরবর্তী সময়ে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নে ও প্রাথমিক ক্ষতি মোকাবেলায় ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া, সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ছাত্র-ছাত্রী ও ব্যক্তি উদ্যোগে ত্রান বিতরণ করেছে যা সরকারি ঘাটতি কিছুটা হ্রাস করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সুনির্দিষ্টভাবে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো হলো:

- সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে মেডিকেল টিমের মাধ্যমে দুর্গত এলাকায় সীমিত পরিসরে চিকিৎসা সেবা প্রদান
- নির্দিষ্ট ফর্ম ব্যবহার করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সংগ্রহের প্রচেষ্টা
- পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে সীমিত আকারে ঢেউটিন, গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরি, ভিজিএফ-এর চাল, গো-খাদ্য ও ভ্যাকসিন, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য বীজ ও সার বরাদ্দ
- কমিউনিটি বীজতলা প্রস্তুত করে কৃষকদের মাঝে বিতরণের পরিকল্পনা।

অধ্যায় ৪: বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

৪.১. বন্যা পূর্ববর্তী কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

বন্যার ঝুঁকি যথাযথভাবে চিহ্নিত না করা

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থানা নীতিমালায় উল্লেখ আছে, "দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগের আশঙ্কা ও ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত ও তা বিশ্লেষণ করে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে সকল পর্যায়ের মানুষের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দুর্যোগের প্রভাব হ্রাস করা"[৩]। সাধারণত জুলাই-আগস্ট মাসে বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় ঝুঁকি মোকাবেলায় অরক্ষিত অবকাঠামো বিশেষকরে ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ এবং বেড়ি বাঁধ চিহ্নিত করে মেরামত করার কথা থাকলেও স্থানীয় জনগোষ্ঠী জানান গবেষণা এলাকায় কোথাও বন্যা ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ, বেড়িবাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র চিহ্নিত করা হয়নি এবং এসব ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা সংরক্ষণ ও সংস্কারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিলো। এছাড়া গবেষণা এলাকায় কোথাও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করা হয়নি। বিশেষ করে দুর্গম চর ও হাওর এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য জানানোর ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিলো। এছাড়া চর এবং হাওর বেষ্টিত নিম্নাঞ্চলে নিয়মিত বন্যার প্রকোপকে প্রশাসন কর্তৃক অবহেলা ও স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করায় বন্যার ঝুঁকি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

মহড়ার আয়োজন, সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচারে ঘাটতি

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র থেকে বন্যা বুলেটিন পাওয়ার সাথে সাথে আবহাওয়া অধিদপ্তর এর মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনা করে সতর্কবার্তা প্রেরণ করা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে উপজেলা থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ ইউনিয়নে বন্যার সতর্কবার্তা প্রেরণ করা হয়। এ ধরনের সতর্কবার্তা গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক ইউনিটের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যেমেও প্রচার করা হয়। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা- ২০১৫ অনুসারে, বন্যার ঝুঁকিহ্রাসে বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও কার্যকর সম্প্রচার ব্যবস্থার উদ্ভাবন করতে হবে। তবে গবেষণায় প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী -

- বন্যা মোকাবেলা বিষয়ে স্থানীয় সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রস্তুতি মহড়ার আয়োজন করার'[৪] বিধান থাকলেও গবেষণার আওতাধীন কোনো এলাকাতেই দুর্যোগ মোকাবেলায় নিয়মিত প্রস্তুতি মহড়ার আয়োজন করা হয়নি।
- সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় হালনাগাদ সতর্ক সংকেত প্রচার করেনি। এর ফলে, ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতির ঝুঁকি বেড়ে যায়। দুর্যোগের বার্তা প্রচারের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের জবাবদিহিতা নিশ্চিতের ব্যাপারে বিদ্যমান দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০ তে এ বিষয়ে কোনো দিক-নির্দেশনা না থাকাও একটি চ্যালেঞ্জ।
- দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বন্যার সতর্ক সংকেত প্রচারের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে'।[৫] কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কোনো এলাকাতেই বিশেষকরে দূরবর্তী প্রান্তিক এলাকা (চর-হাওড়) সতর্কবার্তা প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় ওয়ারলেস, মাইক ও যানবাহনের ব্যাবস্থা না থাকায় বন্যার পূর্বে স্থানীয়ভাবে সতর্ক বার্তা প্রচারে ঘাটতি ছিলো।
- বন্যার ২৪ ঘন্টা পূর্বে এ ধরনের প্রচার-প্রচারণার বাধ্যবাধকতা থাকলেও বেশিরভাগ এলাকার জনগণের কাছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা পৌছানো হয়নি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বন্যা শুরুর কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পূর্বে সতর্কবার্তা প্রদানের দাবি করলেও জরিপের ৯১ শতাংশ তথ্যদাতা বন্যার ২৪ ঘন্টা পূর্বে কোনো সতর্কবার্তা পাননি। এছাড়া দূর্গম এলাকায় সতর্কবার্তা প্রচারে অধিকতর ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।
- উপজেলা পর্যায়ে স্থাপিত কন্ট্রোল রুম/হট লাইনের নাম্বার আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারে কার্যকর কোনো উদ্যোগ ছিলোনা।

---

[৩] জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫।

[৪] প্রাগুক্ত।

[৫] দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০।

চিত্র ১০: বন্যা আসার কমপক্ষে ২৪ আগে জরিপকৃত খানার সদস্যদের সতর্কবার্তা প্রাপ্তি

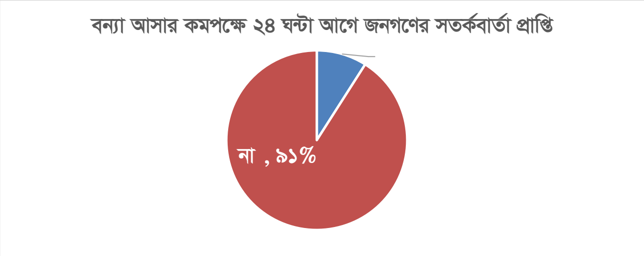

স্থানীয় জনগণের সম্পদ রক্ষায় ইউনিয়ন পর্যায়ে পদক্ষেপের ঘাটতি

স্থানীয় জনগনের সম্পদ রক্ষার জন্য সমাজভিত্তিক কিছু উঁচু স্থান নির্মাণ করে দুর্যোগের সময় এসব স্থান ব্যবহারের নির্দেশনা[৬] থাকলেও বন্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সম্পদ রক্ষায় ইউনিয়ন পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি লক্ষণীয়। গবেষণায় প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী,

- গবেষণা এলাকার কোথাও বন্যার ঝুঁকি হ্রাস ও আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়নি
- গৃহস্থালী সম্পদ রক্ষায় সমাজভিত্তিক উচুঁ স্থান নির্মাণের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি
- জনগণের মূল্যবান সম্পদ নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য পর্যাপ্ত পরিবহনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়নি
- ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যকরতায় ঘাটতি লক্ষণীয়। এই কমিটিতে প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ভূমি কর্মকর্তা এবং এনজিও প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। একইসাথে কমিটিকে সহায়তা করার জন্য কোনো ধরনের উপকমিটিও গঠন করা হয়নি
- জরুরি উদ্ধার কাজ পরিচালনা ও ত্রাণ বিতরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে টিম গঠন করা হয়নি।

আশ্রয়কেন্দ্রের অপ্রতুলতা

স্থানীয় পর্যায়ে প্রত্যেকটি ইউনিয়নে ওয়ার্ড ভিত্তিক বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের চাহিদা থাকলেও কি পরিমাণ আশ্রয়কেন্দ্র প্রয়োজন সরকারি ভাবে তার কোনো চাহিদা নিরূপণ করা হয়নি। গবেষণা এলাকায় পাওয়া তথ্যমতে যেকয়টি আশ্রয়কেন্দ্র আছে সেগুলোর প্রতিটিতে গড়ে এক হাজার লোক আশ্রয় নিলেও বেশিরভাগ মানুষ ঝুঁকির মধ্যে থেকেছে। এ অবস্থায় অধিকাংশ আশ্রয়কেন্দ্রের অপর্যাপ্ততার কারণে শুধুমাত্র পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তি, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীরা সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যরা স্কুলের মাঠে, বাজারে কিংবা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিজ বাড়িতে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছে। বন্যার সময় গবেষণাভুক্ত এলাকার বসবাসকারীদের একাংশ জেলা ও উপজেলা শহরে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। গবেষণায় প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী,

- জরিপকৃত ২০ টি ইউনিয়নের ৭১ শতাংশ তথ্যদাতা জনান তাদের এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্রের অপ্রতুলতা রয়েছে
- বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে কাছাকাছি দূরত্বে স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র না থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বন্যার্তদের দূরবর্তী আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে অনীহা দেখা গেছে
- উপজেলা প্রশাসন থেকে সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা হয়নি এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও (ধারণ ক্ষমতা, নিরাপত্তা, নিরাপদ পানি, ল্যাট্রিন ইত্যাদি) নিশ্চিত করা হয়নি।

[৬] প্রাগুক্ত।

সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিশ্চিতে ঘাটতি

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বন্যা প্রবণ এলাকায় সরকার ঘোষিত অধিকাংশ আশ্রয়কেন্দ্রে প্রাথমিক এবং ক্ষেত্র বিশেষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলে। এসব আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির ওপর ন্যস্ত। একটি আশ্রয়কেন্দ্রে সাধারণত ২৫০-৩০০ জন আশ্রয় নেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে থাকে এবং পরিস্থিতির বিবেচনায় সর্বোচ্চ ১,০০০ আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় নিতে পারে। এসব এলাকায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা কর্তৃক কোনো আশ্রয়কেন্দ্র নির্মিত হয়নি। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন, এসব সরকার ঘোষিত আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। অন্যদিকে চরাঞ্চলের কয়েকটি গ্রামে কোনো কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বন্যার সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বন্যার সময় এ ধরনের কিছু আশ্রয়কেন্দ্রের আশেপাশে খোলা মাঠে আশ্রয়প্রার্থীদের দীর্ঘসময় অবস্থান করতে হয়েছে। সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে সুনির্দিষ্টভাবে যেসব চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হলো -

- উপজেলা প্রশাসন থেকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা হয়নি এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিশ্চিত করা হয়নি (ধারণ ক্ষমতা, নিরাপত্তা, নিরাপদ পানি, ল্যাট্রিন ইত্যাদি)
- আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল ও লোকবল নেই
- শুধু আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত একাংশের রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ব্যবহার অনুপযোগী ছিলো। অনেক আশ্রয়কেন্দ্রে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা এবং দুর্বল অবকাঠামোর কারণে ঝুঁকিতে থাকায় লোকজন সেখানে যেতে চান না। তথ্যদাতাদের মতে, কিছু আশ্রয়কেন্দ্র পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলেও এবং শৌচাগার ব্যবহার উপযোগী হলেও বন্যার সময় এই কেন্দ্রগুলোতে বিশুদ্ধ পানি ও শুকনো খাবারের ঘাটতি ছিলো। কোনো কোনো ইউনিয়নে নলকূপ অকেজো ছিল এবং বিকল্প উপায়ে পানি সংরক্ষণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা ছিলো না। আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে শুধুমাত্র বিস্কুট, চিড়া ও মুড়ি সরবরাহ করা হলেও তার পরিমাণ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কিছু আশ্রয়কেন্দ্রে সরকারি কোনো খাবার ও পানি পৌঁছায়নি বলে তথ্যদাতারা অভিযোগ করেন
- অধিকাংশ আশ্রয়কেন্দ্রে নারীদের থাকার জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিলনা। আশ্রয়কেন্দ্রে নারীদের জন্য পৃথক থাকা এবং পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা ছিলনা। কিছু আশ্রয়কেন্দ্র যথাযথ তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দ্রুত ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্রে বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসেবা সেবা নিশ্চিতে প্রস্তুতি না থাকা

আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে অবস্থান গ্রহণকারী জনগনের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ, টয়লেটের অভিগম্যতা এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার নির্দেশনা দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে উল্লেখ থাকলেও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে -

- আশ্রয়কেন্দ্রে সুপেয় পানি সরবারহ ও টয়লেট অভিগম্যতা নিশ্চিতে ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় এনজিও এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি ছিলো
- আশ্রয়কেন্দ্রে সুপেয় পানি সরবারহ ও টয়লেট অভিগম্যতা নিশ্চিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক পর্যাপ্ত সুপেয় পানি এবং স্যানিটেশন নিশ্চিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি ছিলো। যেমন, টিউবয়েল এবং টয়লেট স্থাপনের জন্য উঁচু স্থান নির্বাচন করা হয়নি, বিকল্প উৎস প্রস্তুত রাখা হয়নি
- ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে দুর্যোগকালে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী ঔষধ পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ করা হয়নি।

শিক্ষা সামগ্রী সংরক্ষণে পরিকল্পনার ঘাটতি

ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও শিক্ষা সামগ্রী রক্ষায় প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো এলাকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে সরকার ঘোষনা করলেও এই বিদ্যালয়গুলোর আসবাবপত্র ও অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক এবং শিক্ষা অধিদপ্তরের তেমন কোনো পরিকল্পনা ছিলোনা। একজন মুখ্যতথ্যদাতার মতে, "প্রতিবছর এই এলাকায় বন্যা হয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র ও শিক্ষা সামগ্রী ক্ষতির শিকার হলেও পূর্বের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বরাবরের মতো এবারেও এসব সামগ্রী রক্ষায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।" দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে বিদ্যালয় ভবন ও অন্যান্য সম্পদ রক্ষা করতে এবং ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতি কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সব প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয় কর্তৃক নির্দেশনা জারি করার কথা থাকলেও কোনো এলাকাতেই বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি এ ধরণের কোনো নির্দেশনা পাননি বলে দাবি করেন।

কৃষি ও প্রাণিসম্পদ রক্ষায় প্রস্তুতির ঘাটতি

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০ এ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোকে কৃষি ও প্রানি সম্পদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত এবং গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে বীজ মজুদ, বীজতলা, সার, কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করে ঝুঁকি হ্রাসমূলক কর্মসূচী এবং সচেতনতা ও শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে,

- সরকারি ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের ফসল ও বীজ সংরক্ষণের কোনো প্রস্তুতি কোনো এলাকাতেই ছিলোনা
- মৎস্য ও গবাদিপ্রাণি রক্ষায় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানে ঘাটতি ছিলো।

ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে ঘাটতি

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা- ২০১৫ অনুসারে, বন্যার ঝুঁকিহ্রাসে বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও কার্যকর সম্প্রচার ব্যবস্থার উদ্ভাবন করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যেতে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদেরকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে। কিন্তু গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী,

- ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থান সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে অবহিতকরণে ঘাটতি ছিলো।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিডিয়ার মাধ্যমে বন্যার সতর্কতা সম্পর্কে অবহিত হলেও খাদ্য ও পানীয় মজুদ এবং গবাদিপ্রাণি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে জনগণের সক্রিয়তার ঘাটতি ছিলো। ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকার ঘোষিত আশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থান সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে অবগত করায় ঘাটতি ছিল
- নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার কোনো পরিকল্পনা ছিলোনা এবং এ সংক্রান্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণও করা হয়নি।

ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্ষমতার ঘাটতি

ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত প্রাণীসম্পদ, স্বাস্থ্য, কৃষি, ভূমি, এনজিও, স্বেচ্ছাসেবক প্রতিনিধিরা সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকার নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া এই কমিটিকে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠনের মাধ্যমে দুর্যোগে সাড়াদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তবে, গবেষণা প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী,

- ইউনিয়ন পর্যায়ে বন্যা পূর্ববর্তী প্রস্তুতি সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্যগণের কার্যকর অংশগ্রহণে ঘাটতি ছিলো। প্রাণীসম্পদ, স্বাস্থ্য, কৃষি, ভূমি, এনজিও এবং স্বেচ্ছাসেবক প্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণ ছিলোনা
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রস্তুতি সভায় কৃষিজ ও প্রাণিজ সম্পদ সংরক্ষণে গুরুত্ব প্রদানে ঘাটতি ছিলো
- এবারের বন্যা ভয়াবহ হলেও পরিস্থিতি বিবেচনায় ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা করার জন্য কোন ধরণের উপকমিটি গঠন করা হয়নি
- পূর্বের বন্যার অভিজ্ঞতার আলোকে বন্যা মোকাবেলার পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে কোন ধরণের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়নি এবং ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও আপদকালীর কর্মপরিকল্পনাও প্রস্তুত করা হয়নি
- আপদকালীন সময় সেবা নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্র-ছাত্রী, যুব সম্প্রদায়, স্থানীয় ক্লাব সদস্য সমন্বয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের টিম গঠন করা হয়নি।

বন্যা পূর্ববর্তী প্রস্তুতি গ্রহণে জনগণের সচেতনতার ঘাটতি

গবেষণা এলাকায় বন্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর বন্যা প্রস্তুতি বিষয়ক সচেতনতায় ঘাটতি আছে। গবেষণার তথ্যমতে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বন্যার পূর্বে সরকারি পরামর্শ ও কৌশল বিষয়ে জনগণকে অবহিত করা সত্ত্বেও জনগণ কৌশলগুলো চর্চায় অনিহা প্রকাশ করে। যেমন, কোনো কোনো এলাকায় বন্যা সতর্কবার্তা জানার পরও জনগণ খাদ্য ও পানীয় মজুদ করেনি এবং গৃহপালিত প্রানী নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করেনি। এছাড়াও নিজ গ্রামে আশ্রয়কেন্দ্র অপর্যাপ্ত হওয়ায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুরবর্তী গ্রামে আশ্রয়কেন্দ্র থাকলেও জনগণ সেসব আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে অনিহা প্রকাশ করে।

ত্রাণের চাহিদা যাচাইয়ে সীমাবদ্ধতা এবং স্থানীয়ভাবে ত্রাণ ক্রয়ে স্বচ্ছতার ঘাটতি

ত্রাণ বরাদ্দ এবং বিতরণে ন্যায্যতা নিশ্চিতে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০ এর ৩(২)(গ)(৩) ধারায়, "ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা এবং ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে সামাজিক ন্যায্যতা" নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রণীত মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০১২-১৩ অনুসারে, দুর্যোগ প্রবণ এলাকার দরিদ্র, হত দরিদ্র এবং যারা মূলত কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভরশীল এমন নাগরিকদের সহায়তার পাশাপাশি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ, অতি দরিদ্র ব্যক্তি/পরিবারকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত মাসিক ১০-৩০ কেজি চাল এবং এককালীন পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ৭,৫০০ টাকা বরাদ্দ[৭] করার কথা। মুখ্য তথ্যদাতারা জানান এবছর বন্যার সময় আগে থেকে ত্রাণ সামগ্রী মজুদ রাখা হয়েছিল এবং তাৎক্ষনিকভাবে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তারা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে ত্রাণ বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন। উল্লেখ্য, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনও তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে ত্রাণ বরাদ্দ দিয়েছেন। তবে গবেষণা এলাকার উপকারভোগীরা জানান উপজেলা প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বা ক্ষতির পরিমাণ এবং চাহিদা নিরূপণ না করে তাৎক্ষণিকভাবে ইউনিয়ন পর্যায়ে ত্রাণের চাল বিতরণ করেছে যা তাদের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। অন্যদিকে মুখ্য তথ্যদাতারা জানান ইউনিয়ন পরিষদ থেকে 'ডি ফরম' পূরণ করে উপজেলা প্রশাসনে পাঠানো হয়না। যে তথ্য পাঠানো হয় তা অনেকটাই অনুমান নির্ভর এবং সেখানে ক্ষতির বিপরীতে ঠিক কি পরিমাণে ত্রাণ প্রয়োজন তার সঠিক চাহিদা নির্ণয় করা হয়না। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী,

- কোনো কোনো এলাকায় স্থানীয়ভাবে ত্রাণ মজুদ করা হলেও ত্রাণের সঠিক চাহিদা যাচাই করা হয়নি
- ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দকৃত নগদ টাকার বিপরীতে ক্রয়কৃত ত্রাণের তালিকা বা মাস্টার রোল তৈরি করা হয়নি এবং ক্রয়ে স্বচ্ছতার ঘাটতি লক্ষণীয়
- বিভিন্ন বয়সী মানুষের জন্য ত্রাণের চাহিদা যথাযথভাবে যাচাই করা হয়নি
- গবাদিপ্রাণির জন্য ত্রাণ হিসেবে গো-খাদ্য মূল ত্রাণের তালিকায় রাখা হয়নি
- স্থানীয়ভাবে মজুদের জন্য উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক নিজস্ব তহবিল থেকে ত্রাণ হিসাবে ক্রয়কৃত শুকনো খাবার ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়না। ত্রাণ হিসাবে শুকনো খাবার ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী ক্রয় কমিটির মাধ্যমে সরাসরি ক্রয়ের বিধান আছে বলে জানিয়েছেন একজন মূখ্য তথ্যদাতা। স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ কালীন কোনো ক্রয় করার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশনায় ক্রয় কমিটি গঠন করা হয়। এক্ষেত্রে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ক্রয় কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। এককালীন ৫ লাখ টাকা করে ৪০ লাখ পর্যন্ত এই কমিটি ক্রয় করতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় ক্রয়ে দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টির আশংকা রয়েছে বলে মূখ্য তথ্যদাতারা জানান
- স্থানীয় ত্রাণ হিসাবে শুকনো খাবার ক্রয়ে স্বচ্ছতার ঘাটতি ছিলো। কোনো কোনো এলাকায় ত্রাণ সামগ্রীর ঘাটতির সুযোগে সিন্ডিকেট সৃষ্টি করা হয়েছিলো এবং বাড়তি দামে ত্রাণ সামগ্রী ক্রয় করতে বাধ্য হয় স্থানীয় প্রশাসন।

ত্রাণ বিতরণের প্রস্তুতিতে ঘাটতি

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে বন্যা আক্রান্ত দূর্গম এলাকায় ত্রাণ পৌঁছানোর জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি যেমন বাজেট এবং পরিবহনের ব্যবস্থা থাকার বাধ্যবাধকতা থাকলেও এবারের বন্যায় এক্ষেত্রে ঘাটতি ছিলো।

৪.২. বন্যাকালীন কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

নারীদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা

বন্যাকালীন কার্যক্রমে নারীদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষকরে সরকার ঘোষিত আশ্রয়কেন্দ্রে নারী পুরুষের জন্য আলাদা থাকার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আশ্রয়কেন্দ্রে টয়লেট থাকলেও সেগুলো অধিকাংশই নষ্ট বা ব্যবহার অনুপোযোগী ছিল এবং নারী পুরুষের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা ছিল না। প্রসূতিকালীন সেবা নিশ্চিত করার কোন ব্যবস্থাও ছিল না। এছাড়া নারীদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থাও ছিল না এবং অনেকে খাবার সংকটে ভুগেছেন। অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্রের চতুর্দিকে পানিতে ডুবে থাকায় নলকূপগুলো পানিতে ডুবে ছিল এবং ক্ষেত্র বিশেষে খাবার পানি নারীদেরকে দূরবর্তী উচুঁ স্থানে

[৭] মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০১২-১৩।

অবস্থিত নলকূপ থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। আশ্রয় গ্রহণকারীদের মতে জীবন বাঁচানোর দরকার তাই তারা আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে থেকেছেন। এক্ষেত্রে তাদের সন্তুষ্টি দেখার সুযোগ ছিল না।

জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ অনুসারে দুর্গত এলাকায় চুরি ডাকাতি রোধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার কথা বলা হলেও জরিপের ৬৬.৬৭ শতাংশ তথ্যদাতারা জানান, বন্যাকালীন তাদের গ্রামগুলোতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি ও কার্যক্রম ছিল না এবং পুলিশ প্রশাসন কর্তৃক যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত না করায় এলাকায় চুরি-ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। বাড়ি ঘরে পানি ওঠায় অনেক পরিবার তাদের সহায় সম্পদ ও গৃহস্থালীর মালামাল ফেলে রেখে দূরবর্তী কোন উঁচু স্থানে অথবা অন্য কোন জেলায় আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করায় অনেক বাড়িতেই চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয়রা জানান। এছাড়া বাঁধ ও বেড়িবাঁধে রাখা গৃহপালিত প্রাণি অরক্ষিত অবস্থায় থাকায় ডাকাতির মত ঘটনা ঘটেছে। জরিপের ১৮.৮৭ শতাংশ তথ্যদাতা জানিয়েছেন বন্যাকলীন সময় তাদের গরু-ছাগলসহ গৃহস্থালীর মালামাল চুরি গিয়েছে। এছাড়া ১০ টি উপজেলায় বন্যায় মোট ৩৯ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। উল্লেখ্য জরিপকৃত খানায় বন্যার কারণে মোট ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং পানিবন্দি অবস্থা থেকে সময়মতো উদ্ধার না করায় তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে পরিবারগুলো অভিযোগ করেছেন। মৃত ব্যক্তিদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিশ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে যা অপর্যাপ্ত বলে পরিবারগুলো জানায়।

ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে পদক্ষেপের ঘাটতি

স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি কর্তৃক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে পদক্ষেপের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার ৯৪ শতাংশ উত্তরদাতার মতে, আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে কোনো পদক্ষেপ ছিল না। আক্রান্ত জনগোষ্ঠী ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিভিন্ন স্থান যেমন মাচা বানিয়ে নিজ বাড়ি, উঁচু বাঁধ, রাস্তা ও আত্মীয় স্বজনের বাড়ি, নৌকায় ও ভেলায় অবস্থান করছে। নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার জন্য সরকারি বিশেষ কোনো পদক্ষেপ ছিল না। কোনো কোনো এলাকায় চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা জনগণকে ইউনিয়ন পরিষদে আশ্রয় গ্রহণের জন্য বললেও তারা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে ইউনিয়ন পরিষদে স্থানান্তরের কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করেনি। অন্যদিকে ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে গৃহস্থালীর সম্পদ ও গবাদি প্রাণি রাখার ব্যবস্থা না থাকায় অনেকেই ইউনিয়ন পরিষদে আশ্রয়গ্রহণ করেনি।

সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে অব্যবস্থাপনা

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫তে বন্যা ঝুঁকি হ্রাসে বহুবিধ ব্যবহারযোগ্য বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে বন্যকালীন সময়ে সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে বিভিন্ন অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য, জরিপকৃত মাত্র ৭ শতাংশ খানা বন্যাকালীন সময়ে সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং তারা বিভিন্ন সুবিধা যেমন রাত্রিকালীন অবস্থান করার মতো সুযোগ-সুবিধা না থাকার কথা বলেছেন। এ ছাড়াও তথ্যদাতারা নিম্নোক্ত অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন-

- নারীদের থাকার জন্য পৃথক ব্যবস্থা না থাকা
- টয়লেটের সুব্যবস্থা না থাকা
- নারীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকা
- পর্যাপ্ত সুপেয় পানি ও পানি বিশুদ্ধকরণ সামগ্রী সরবরাহ না থাকা
- পর্যাপ্ত খাবার স্যালাইন ও প্রয়োজনীয় ওষুধ-পত্র সরবরাহ না থাকা
- পর্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ না থাকা
- নিরাপদ স্থান অথবা আশ্রয়কেন্দ্রে নেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির ভূমিকা না থাকা

চিত্র ১১: জরিপকৃত খানাসমূহের তথ্যমতে সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের সমস্যাসমূহ

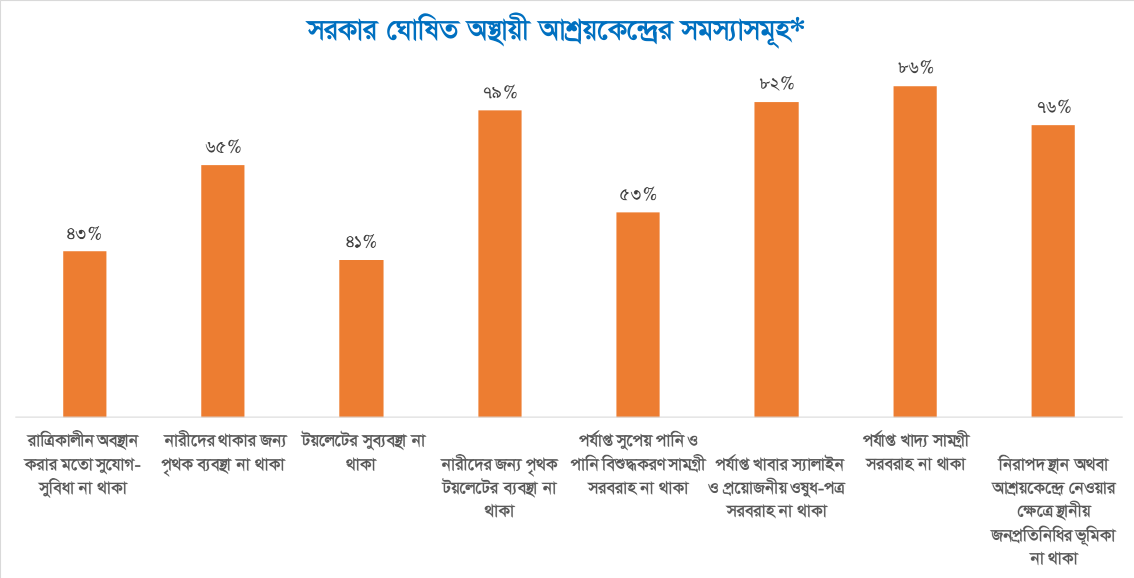

শুধুমাত্র যারা সরকার ঘোষিত আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়েছেন তাদের তথ্যের ভিত্তিতে (n=৪৯)

সরকার ঘোষিত আশ্রয়কেন্দ্রে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী ব্যবস্থা যেমন- ল্যাট্রিন, সিঁড়ি, নৌকা থেকে নামার পাটাতন না থাকাসহ বিভিন্ন সুবিধার ঘাটতির কারণে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে জনগণের আগ্রহের ঘাটতিও পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া কিছু এলাকায় অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকায় মানুষ আশ্রয় নিতে পারেনি।

বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন নিশ্চিতে ঘাটতি

জরিপে অংশগ্রহণকারী ৪৯% খানার নলকূপ এবং ৭৪% খানার ল্যাট্রিন ক্ষতিগ্রস্ত হলেও জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বন্যা পরবর্তী পানি ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী জানায়। বন্যাকালীন সময়ে দুর্গত অঞ্চলে এবং অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে জরুরি ভিত্তিতে পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ তে গুরুত্বারোপ করা হলেও গবেষণা এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিম্নোক্ত কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়-

- নলকূপ ও ল্যাট্রিন অভিগম্যতা না থাকলেও উঁচু স্থানে পর্যাপ্ত মোবাইল টয়লেট ও নলকূপ স্থাপন না করা
- দুর্গম এলাকায় পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বিতরণ না করা
- বাঁধ এবং রাস্তায় আশ্রয় গ্রহণকারী পরিবারসমূহের জন্য পানি ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত না করা

জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদানে ঘাটতি

বন্যার সময় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে জীবন রক্ষা এবং রোগ ব্যাধির প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে দুর্গত এলাকা ও আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান জোরদার করাসহ চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও গবেষণা এলাকায় জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদানে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। বন্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠী জানায়, পানি বন্দি থাকায় এবং সুপেয় পানির অভাবে বন্যাকালীন সময়ে তারা বিভিন্ন পানি বাহিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে কিন্তু তারা পর্যাপ্ত চিকিৎসা সহায়তা পায়নি। এসব খানায় চিকিৎসা বাবদ গড়ে ২,০৭৭ টাকা ব্যক্তিগত খরচ হয়েছে। এছাড়া সেবা প্রদানে নিম্নোক্ত ঘাটতি সমূহ পরিলক্ষিত হয়-

- গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার যেমন- গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য চিকিৎসক/সহকারি, খাবার, চিকিৎসা, নিরাপদ পানি ইত্যাদির অপ্রতুলতা
- কোনো কোনো এলাকায় স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিক ও হাসপাতাল পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায় চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হলেও বিকল্প ব্যবস্থায় সেবা প্রদানে ঘাটতি

- বন্যাকালীন জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত মেডিকেল টিম এবং পরিবহন ব্যবস্থা না থাকায় সেবা প্রদানে ঘাটতি
- পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা না পাওয়ায় পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি - জরিপকৃত ৬০ শতাংশ খানার গড়ে দু'জন সদস্য কোনো না কোনো পানিবাহিত রোগের শিকার
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য বন্যাকালীন চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় নৌকা বা অর্থের বরাদ্দ না থাকায় জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদানে ঘাটতি।

স্থানীয় শিক্ষা অফিস কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামগ্রী রক্ষায় পর্যাপ্ত পদক্ষেপের ঘাটতি

দুর্যোগকালে বিদ্যালয় ভবন রক্ষা করতে এবং নূন্যতম ক্ষয়ক্ষতি কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা জারি করার কথা বলা হলেও তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। গবেষণা এলাকার ১০ টি উপজেলায় বন্যায় মোট ৩৩টি সম্পুর্ণ এবং ১২৭৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পানিতে ডুবে যাওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র ও শিক্ষা সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ক্ষয়ক্ষতির হিসেব প্রস্তুত না করাসহ স্থানীয় শিক্ষা অফিস কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা সামগ্রী রক্ষায় পর্যাপ্ত পদক্ষেপের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০ এ বন্যার সময় এবং বন্যার পরপরই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার জন্য কিছু সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করার ওপর জোর দেওয়া হলেও বন্যার পানি নেমে গেলেও গবেষণা এলাকার অধিকাংশ স্থানে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়নি।

চিত্র ১২: জরিপকৃত এলাকায় বন্যায় শিক্ষা সামগ্রী নষ্ট হওয়া

কৃষি ও প্রাণিসম্পদ রক্ষায় সহায়তার ঘাটতি

বন্যায় ক্ষতির হাত থেকে গবাদি প্রাণি রক্ষায় আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহারের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের এর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে উচুঁ স্থান নির্বাচন ও নির্দিষ্ট করা, গবাদি প্রাণির সংখ্যা সম্পর্কে জরিপ পরিচালনার করা এবং প্রাণিসম্পদ রক্ষায় সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হলেও আক্রান্ত এলাকার জনগণ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অফিস থেকে এই সহায়তা না পাওয়ার কথা জানান। এছাড়াও গবেষণা এলাকায় নিম্নোক্ত সহায়তার ঘাটতি সমূহ পরিলক্ষিত হয়:

- মৎস্য অফিস থেকে পুকুরের মাছ রক্ষায় সহায়তার কথা বলা হলেও মৎস্য চাষীদের এ সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান না করা
- স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি কর্তৃক গবাদিপ্রাণি স্থানান্তরে সহায়তা না থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২/৩ দিন পানিতে দাঁড় করিয়ে রাখা; পরবর্তীতে অতিরিক্ত নৌকা ভাড়া দিয়ে দূরবর্তী উচুঁ স্থানে স্থানান্তর
- প্রাণিসম্পদ অফিস কর্তৃক গো-খাদ্য সরবরাহ না করায় অনেক ক্ষেত্রে খাদ্যের অভাবে গবাদিপ্রাণির মৃত্যু এবং ক্ষেত্রবিশেষে নামমাত্র মূল্যে বিক্রিতে বাধ্য হওয়া।

স্থানীয় পর্যায়ে ত্রাণের তথ্য প্রকাশে ঘাটতি

স্থানীয় পর্যায়ে ত্রাণের তথ্য প্রকাশে ঘাটতি লক্ষণীয়। বিশেষকরে কোনো ইউনিয়ন পরিষদেই বরাদ্দকৃত মোট ত্রাণের পরিমাণ এবং সুবিধাভোগীদের তালিকা জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়নি। এছাড়া উপজেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে ত্রাণ বরাদ্দ এবং বিতরণ সংক্রান্ত

তথ্যের অনুপস্থিতিসহ ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দকৃত নগদ টাকার বিপরীতে ক্রয়কৃত ত্রাণের তালিকা জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়নি।

ত্রাণের পণ্য নির্বাচনে জনগণের খাদ্যাভ্যাস বিবেচনা না করা

স্থানীয় জনগণের খাদ্যাভ্যাস বিবেচনা না করা এবং কোনো কোনো এলাকায় ত্রাণ ক্রয়ের পূর্বে মাস্টার রোল তৈরি না করে ত্রাণের খাদ্য সামগ্রী ক্রয় এবং বিতরণ করায় তা ঐ এলাকার বন্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠী তা খেতে পারেনি বরং ত্রাণের অপচয় হয়েছে। বিশেষকরে বগুড়াতে বন্যাকালীন সময় ত্রাণের খাদ্য হিসাবে নুডুলস প্রদান করায় আক্রান্ত জনগণ তা খেতে পারেনি এবং ফেলে দিয়েছেন। এছাড়া বরাদ্দকৃত ত্রাণে শিশু খাদ্য না থাকা এবং পরবর্তীতে বরাদ্দ করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং শিশুখাদ্য হিসেবে অনুপোযোগী হওয়ায় ফেলে দিতে হয়েছে।

অপর্যাপ্ত ত্রাণ বরাদ্দ

এবারের বন্যায় দুটি উপজেলার ৮০ শতাংশ পনিতে ডুবে যাওয়াসহ ১০টি উপজেলায় মোট ৩,৯৮,১২১টি পরিবার ও বিপুল সংখ্যক মানুষ বন্যা আক্রান্ত হয়েছে। আক্রান্ত জনগোষ্ঠী এবং তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ত্রাণ বরাদ্দ করা হয়েছে যা ৭-৮ দিন স্থায়ী বন্যার বিবেচনায় খুবই সামান্য।

জিআর ক্যাশ: গবেষণাভূক্ত উপজেলাসমূহে গুরুত্বপূর্ন ত্রাণ হিসেবে বরাদ্দ নগদ টাকা (জি.আর. ক্যাশ) ক্ষতিগ্রস্থ খানার বিপরীতে পর্যালোচনা করলে ক্ষতিগ্রস্থ খানা প্রতি গড় বরাদ্দের যে পরিমান পাওয়া যায় সেটি বন্যার্ত মানুষেকে কার্যকরভাবে সহায়তা প্রদানের জন্য অপ্রতুল। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গবেষণাধীন উপজেলাসমূহে জিআর ক্যাশ হিসেবে উপজেলা প্রতি ৫০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১৩ লাখ ২১ হাজার টাকা জিআর ক্যাশ বরাদ্দ, যা ক্ষতিগ্রস্থ খানা প্রতি প্রদত্ত গড় বরাদ্দের পরিমান সর্বনিম্ন চার টাকা (কোম্পানিগঞ্জ ও উলিপুর উপজেলা) এবং সর্বোচ্চ ৭৬ টাকা (ইসলামপুর উপজেলা)। অন্যান্য, উপজেলাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলো হলো - গোয়াইনঘাট ও গাইবান্ধা সদর উপজেলা ছয় টাকা, দেওয়ানগঞ্জ ও সোনাতলা উপজেলা ১৫ টাকা। উল্লেখ্য, গবেষণাভূক্ত উপজেলাসমূহে প্রশাসন ত্রাণ হিসেবে বরাদ্দ নগদ টাকা (জি.আর. ক্যাশ) ব্যবহার করে স্থানীয়ভাবে শুকনো খাবার ক্রয় করে ত্রাণসামগ্রী হিসেবে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে বিতরণ করে। গবেষণা নিচের লেখচিত্রে উপজেলাভিত্তিক খানাপ্রতি গড় বরাদ্দের (টাকা) বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হলো-

চিত্র ১৩: উপজেলা ভিত্তিক খানাপ্রতি গড় বরাদ্দ (টাকা)

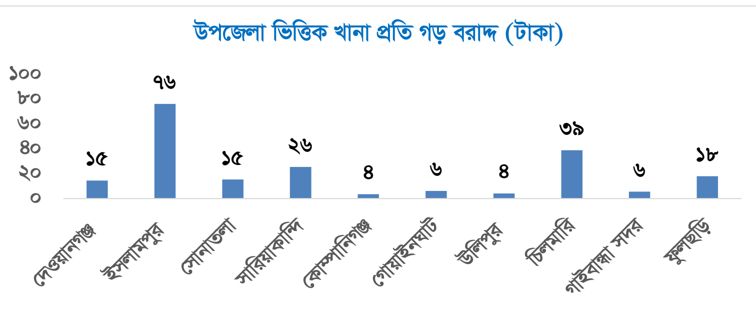

তথ্যসূত্র: উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

জিআর চাল: গবেষণা এলাকায় উপজেলা পর্যায় হতে সরকারি হিসাব মোতাবেক ত্রাণ হিসেবে খানা প্রতি বরাদ্দকৃত চালের (জি. আর. চাল) পরিমান খতিগ্রস্থ খানার বিপরীতে বিশ্লেষণ করলে বরাদ্দ কার্যক্রমে ন্যায্যতার অভাব লক্ষনীয় হয়, জিআর চাল হিসেবে উপজেলাপ্রতি ৫৩ মে.টন থেকে সর্বোচ্চ ৮২৪ মে.টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে যা উপজেলাসমূহে ক্ষতিগ্রস্ত খানা প্রতি গড়ে সর্বনিম্ন ২ কেজি (গোয়াইনঘাট ও উলিপুর উপজেলা) হতে সর্বোচ্চ ৬৮ কেজি (ইসলামপুর উপজেলা) প্রদত্ত হয়েছে। বেশিরভাগ উপজেলাতেই খানাপ্রতি জি.আর চালের প্রদত্ত গড় বরাদ্দ অপ্রতুল লক্ষণীয়- গোয়াইনঘাট ও উলিপুর উপজেলায় দুই কেজি, গাইবান্ধা সদর তিন কেজি, কোম্পানিগঞ্জ চার কেজি, দেওয়ানগঞ্জ ও ফুলছড়ি উপজেলায় নয় কেজি, সারিয়াকান্দি উপজেলায় ১১

কেজি ইত্যাদি। নিচের লেখচিত্রে উপজেলা ভিত্তিক খানা প্রতি গড় বরাদ্দের (জিআর চাল-কেজিতে) বিস্তারিত উপস্থাপন করা হলো-

চিত্র ১৪: উপজেলা ভিত্তিক খানা প্রতি গড় বরাদ্দ (জিআর চাল-কেজিতে)

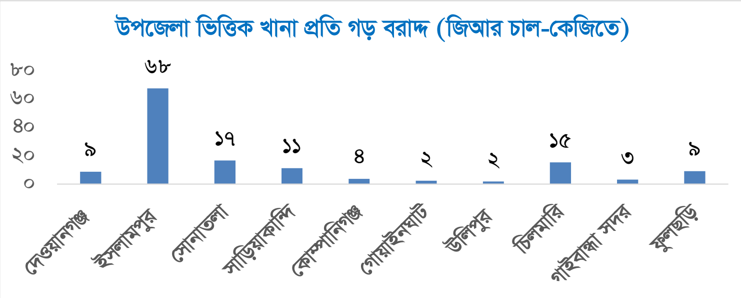

তথ্যসূত্র: উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

এছাড়া উপজেলা প্রতি শিশু খাদ্যের জন্য ৮,৫০০ থেকে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা এবং উপজেলাপ্রতি গো-খাদ্যের জন্য ৩০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি মেরামতে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ

জরিপের ৯০% খানার ঘরবাড়ি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি মেরামত এবং গৃহনির্মাণ মঞ্জুরী বাবদ অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। উপজেলা ভিত্তিক সরকারি গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি বরাদ্দ এবং সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের হিসেবে উপজেলাভেদে ক্ষতিগ্রস্ত খানা প্রতি গড়ে ২০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৭৭২ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে অন্যদিকে উপজেলা ভেদে ৭৭ বান্ডিল থেকে সর্বোচ্চ ৩০০ বান্ডিন ঢেউ টিন বারদ্দ করা হয়েছে। সুবিধাভোগী প্রতি ৩০০০ টাকা এবং ১ বান্ডিল টিন হিসেবে বরাদ্দকৃত টাকা এবং ঢেউ টিন দশটি উপজেলায় সর্বোচ্চ ২১০০ খানার মধ্য বিতরণ করা সম্ভব। উল্লেখ্য, দশটি উপজেলায় ৯,০৬৩ টি ঘর সম্পূর্ণ এবং ১,৩৮,৮৪৫টি খানা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি হিসেবে বরাদ্দকৃত টাকা ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের সংখ্যার বিবেচনায় শুধু অপ্রতুলই নয় ক্ষতির বিবেচনায় খুবই নগন্য। উল্লেখ্য, জরিপকৃত খানায় শুধু ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গড়ে ১৭,৮৬৩ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

চিত্র ১৫: সম্পুর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ঘরপ্রতি গড় ক্ষতি এবং গৃহনির্মাণ মঞ্জুরী বাবদ গড় বরাদ্দ (টাকা)

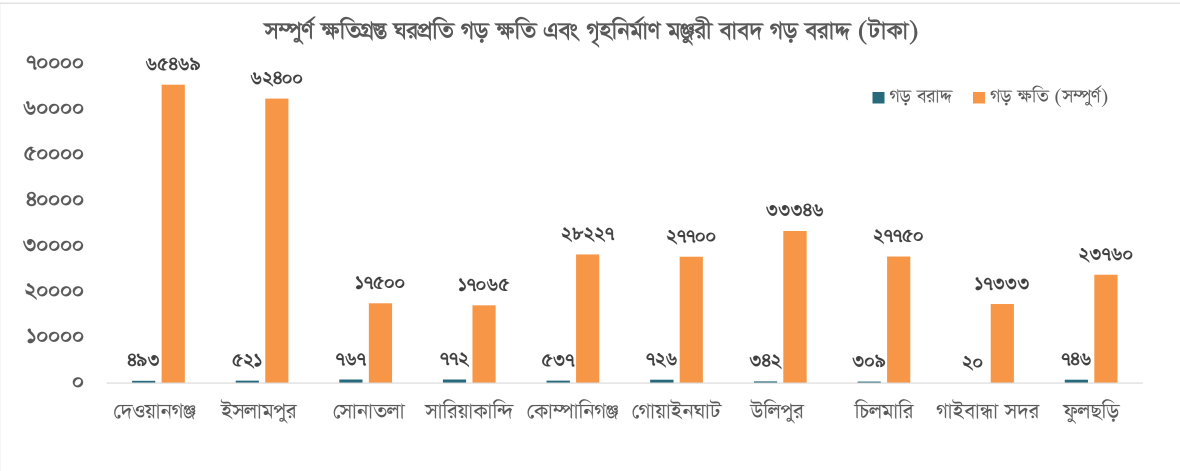

তথ্যসূত্র: উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

স্থানীয়ভাবে সুবিধাভোগী নির্বাচন ও ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম

স্থানীয়ভাবে সুবিধাভোগী নির্বাচন ও ত্রাণ বিতরণে রাজনৈতিক বিবেচনা, স্বজনপ্রীতি এবং বরাদ্দের চেয়ে ত্রাণ কম প্রদানসহ বিভিন্ন ধরণের অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় জনগণ এবং সুবিধাভোগীরা ত্রাণ বিতরণে যে অনিয়ম সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন তার মধ্য অন্যতম হলো-

- কোনো কোনো ইউনিয়নে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নিকট আত্মীয়দের দিয়ে তালিকা প্রণয়ন
- সুবিধাভোগী নির্বাচনে রাজনৈতিক বিবেচনা ও স্বজনপ্রীতি - কোনো কোনো ইউনিয়নে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নিকট আত্মীয় ও সমর্থকদের ত্রাণ বিতরণ
- অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে জনপ্রতিনিধি কর্তৃক ত্রাণ বিতরণে প্রভাব খাটানো
- কোন কোনো এলাকায় মাথাপিছু বরাদ্দের চেয়ে কম ত্রাণ প্রদান - জিআর চাল ১০ কেজির স্থানে তিন থেকে আট কেজি পর্যন্ত প্রদান
- প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই খানাকে একাধিকবার ত্রাণ প্রদান

চিত্র ১৬: জরিপকৃত খানাসমূহের প্রদত্ত তথ্যমতে সরকারি ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম (একাধিক উত্তর)

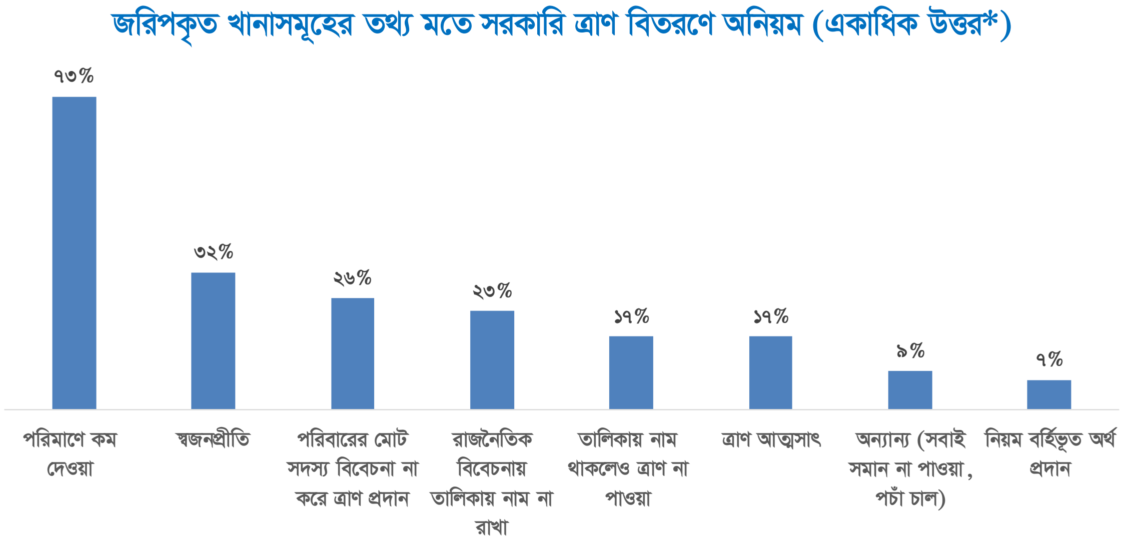

***শুধুমাত্র যারা ত্রাণ প্রাপ্তিতে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন তাদের তথ্যের ভিত্তিতে (n=81)**

আনুষঙ্গিক খরচের জন্য বরাদ্দে ঘাটতি এবং দুর্নীতির ঝুঁকি

ত্রাণ পরিবহন খরচ যেমন ট্রাক ও ট্রলার খরচ, শ্রমিক খরচ এবং বিতরণ বাবদ আনুষঙ্গিক খরচের জন্য অর্থ বরাদ্দ না থাকায় অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে তা মেটানো হয়। উপজেলা পর্যায়ে জিআর-ক্যাশ ব্যবহার করে পরিবহন খরচ মেটানো হয় যা দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করে। বিশেষকরে উপজেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতি বস্তা চাল পরিবহনে সর্বনিম্ন ১৫ টাকা খরচ হলেও এ খাতে সরকারি বরাদ্দ না থাকার অজুহাতে চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রতি সুবিধাভোগীকে বরাদ্দকৃত চাল কম দেওয়া হয়। এছাড়া ত্রাণের বরাদ্দকৃত টাকা হতে মন্ত্রীর পরিদর্শন বাবদ খরচ যোগানোর অভিযোগও রয়েছে। মেডিকেল টিমের দূর্গম চরে যেতে নৌকা ভাড়া ১০০০-২৫০০ টাকা খরচ হলেও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃক বন্যাকালীন চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় নৌকা বা অর্থের বরাদ্দ নেই এবং সেই অর্থ কোন খাত থেকে প্রদান করা হবে তার নির্দেশনা না থাকায় দুর্নীতির সুযোগ রয়েছে বলে মুখ্য তথ্যদাতারা জানান।

আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতি

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০ এ জরুরি সাড়াদান এবং ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে সরকারের সকল পর্যায়ে সমন্বয় নিশ্চিত করার নির্দেশনা থাকলেও গবেষণা এলাকায় আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা ও বাঁধ/বেড়িবাঁধ, সম্ভাব্য আক্রান্ত এলাকা ও আশ্রয়কেন্দ্র চিহ্নিতকরণ ও মেরামতে সমন্বয়ের ঘাটতি এবং উদ্ধার কাজ পরিচালনা, মেডিকেল টিম

প্রেরণ, ত্রাণ বিতরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি অন্যতম। এছাড়া উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে এনজিও এবং বেসরকারি সংস্থার কাজের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতির কথা বিভিন্ন অংশীজন জানিয়েছেন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এনজিওদের পক্ষ থেকে সহযোগিতার ঘাটতিও পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে এনজিও কর্তৃক বেসরকারি পুর্নবাসন কার্যক্রম সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় না করা, তাদের ত্রাণের সুবিধাভোগীর তালিকা উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদকে অবহিত ও সমন্বয় না করা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে না জানিয়ে গৃহ পুনঃনির্মাণ সহায়তা, নগদ অর্থ সহায়তা ইত্যাদি প্রদান করায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ত্রাণ কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা দেখা গিয়েছে এবং একই খানা একাধিকবার ত্রাণ পেয়েছে। অনেকক্ষেত্রে এনজিও কর্তৃক শুধু তাদের উপকারভোগীদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেছে এবং কোনো কোনো এনজিও কর্তৃক নিয়ম ভঙ্গ করে বন্যার সময়ও কিস্তি আদায়ের চেষ্টা করেছে। উল্লেখ্য বেসরকারি পুনর্বাসন কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট তথ্য জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে অনুপস্থিত।

সক্ষমতার ঘাটতি

বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে জরুরি সাড়াদানে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে অন্যতম হল বন্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সম্পদ নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও পরিবহন সুবিধা না থাকা। বন্যাকালীন ব্যবহারের নিমিত্তে ২০১৮ সালে নৌকা তৈরির জন্য কিছু উপজেলায় অর্থ বরাদ্দ করা হলেও বরাদ্দের পরিমাণ স্বল্প হওয়ায় উপজেলা অফিসের পক্ষে নৌকা বানানো সম্ভব হয়নি। ফলে এবছর স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি কর্তৃক নৌকার ব্যবস্থা না করায় গৃহস্থালীর মালামাল সরিয়ে নিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে অধিক দুর্গত এবং দুর্গম এলাকায় উদ্ধার কাজ পরিচালনা ও যথাসময়ে ত্রাণ পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। এমনকি কিছু দুর্গম এলাকায় ত্রাণ না পৌঁছানোর কথা ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেছেন।

বন্যাপ্রবণ এলাকা হলেও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত দশটি উপজেলার আটটিতেই পানি উন্নয়ন বোর্ডের কোনো অফিস নেই। উপজেলা পর্যায়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস ও জনবল না থাকায় জনগণের মাঝে প্রয়োজনীয় সতর্কবার্তা পৌছানোতে বিলম্ব, জরুরি ভিত্তিতে বাঁধ মেরামতে বিলম্বসহ বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে কার্যকর ও সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। অনেকক্ষেত্রে জেলা পর্যায় থেকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে রাতেও অবস্থান করতে হয়। উল্লেখ্য গবেষণা এলাকার ৪৮.৫ শতাংশ তথ্যদাতা মনে করেন যে, বাঁধ রক্ষায় সময়মত এবং পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এবছর বন্যায় ক্ষতির মাত্রা ও কিছু এলাকায় বন্যার ব্যাপকতা কমানো সম্ভব ছিল।

অন্যদিকে দুর্যোগকালীন জরুরি সাড়াদান এবং কার্যক্রম পরিচালনায় উপজেলা প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরে পর্যাপ্ত অর্থ, জনবল এবং যোগাযোগের জন্য পরিবহনের ঘাটতি রয়েছে। পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় সরেজমিন পরিদর্শন না করেই অনুমাননির্ভর তথ্যের ভিত্তিতে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিরূপণ, উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও স্থানীয় কৃষি, প্রাণী এবং মৎস্য সম্পদ কার্যালয়ে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত হিসাব না থাকায় প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা বাদ পড়েছে। এছাড়া বন্যা আক্রান্ত এলাকায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসকের অভাবে বন্যাকালীন সেবা প্রদানে ঘাটতি লক্ষণীয়। কিছু এলাকায় মেডিকেল টিম উপজেলা অফিসের কর্মকর্তাদের ত্রাণ পরিবহন এবং বিতরণের কাজে নিয়োজিত নৌকা ব্যবহার করে চিকিৎসা সেবা প্রদানের চেষ্টা করলেও তা সেবা প্রদানে কার্যকরি এবং প্রয়োজন অনুপাতে পর্যাপ্ত নয়।

জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত না করা

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ তে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি এবং ক্ষতি চিহ্নিত করে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে বিপদাপন্ন মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দুর্যোগের প্রভাব হ্রাস করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হলেও বন্যা মোকাবেলায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনঅংশগ্রণের ঘাটতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষকরে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সরেজমিনে ক্ষতিগ্রস্ত খানা পরিদর্শন না করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শক্রমে ক্ষয়ক্ষতির তালিকা প্রণয়ন করেনি বলে স্থানীয় জনগণ জানায়। এছাড়া ত্রাণের সুবিধাভোগী নির্বাচনে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য ক্ষয়ক্ষতির হিসাব না করায় ত্রাণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমে প্রকৃত চাহিদা যাচাইয়ে ঘাটতির বিষয়টি উঠে এসেছে। উল্লেখ্য, আক্রান্ত হলেও জরিপকৃত ৪৮ শতাংশ খানা কোন প্রকার ত্রাণ পায়নি বলে অভিযোগ করেছে। এছাড়া দুর্গম এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ত্রাণ প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়নি বলে ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন।

অভিযোগ দায়ের ও নিরসন ব্যবস্থার ঘাটতি

ইউনিয়ন পরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করার কোনো ব্যবস্থা নেই। এছাড়া উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ আমলে না নেওয়া এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিযোগ করলে হয়রানির শিকার হওয়ার কথা ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, ত্রাণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে নাম প্রকাশ না করে জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসনে অভিযোগ দায়ের করলেও সেগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়না বলে মূখ্য তথ্যদাতারা জানিয়েছেন। এছাড়া, গণমাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ করলে ত্রাণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত করা এবং হয়রানির শিকার হওয়ার তথ্য ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন।

বন্যা মোকাবেলায় সার্বিক চ্যালেঞ্জ

প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি কর্তৃক দায়িত্বে অবহেলা যেমন বাঁধ রক্ষায় পর্যাপ্ত ব্যবস্থগ্রহণ না করা, বন্যাকালীন সময়ে চুরি ডাকাতি রোধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা, প্রয়োজন অনুসারে ত্রাণ বিতরণে ব্যর্থতা এবং স্বচ্ছতা ও জাবাবদিহিতা নিশ্চিত না করাসহ বন্যা মোকাবেলায় সুশাসনের বিবিধ চ্যালেঞ্জ প্রতিয়মান।

চিত্র ১৭: জরিপে প্রাপ্ত তথ্যমতে বন্যা মোকাবেলায় সার্বিক চ্যালেঞ্জ (শতকরা হার)

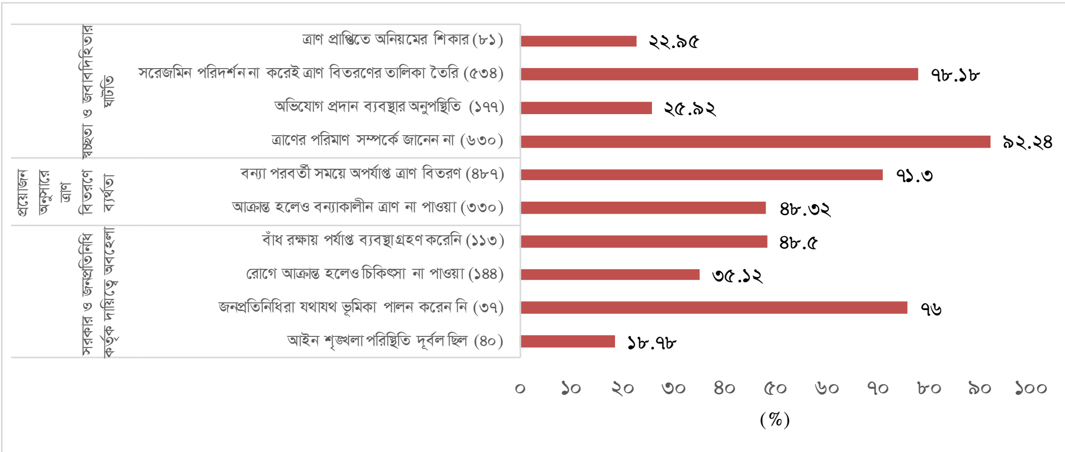

৪.৩. বন্যা পরবর্তী কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

ক্ষয়ক্ষতি নিরূপনে জনঅংশগ্রহণের ঘাটতি

সফল পুনর্বাসনের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ উপাদান হলো বন্যা পরবর্তী সময়ে নিখুঁতভাবে ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপন কার্যক্রম। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় 'বন্যা পরবর্তী প্রাথমিক ক্ষয়-ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের জন্য প্রচলিত পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা এবং এ ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার'[৮] এছাড়া, 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার'[৯] কথা বলা হয়েছে। সরকারি কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে সমন্বয়ের মাধ্যমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তথা ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান নিরূপনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে প্রচলিত পদ্ধতিতেই ক্ষয়ক্ষতি নিরূপন করা হয়েছে, যেখানে নিম্নলিখিত সুশাসনের ঘাটতিসমূহ লক্ষনীয়-

- উপজেলা পর্যায়ে সরকার নির্দিষ্ট ফর্মে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করলেও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের একাংশ কর্তৃক প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপনে সরেজমিনে খানাভিত্তিক পরিদর্শন না করা
- আত্মীয়/অনুসারীর মাধ্যমে প্রণীত তালিকা যাচাই না করে চূড়ান্তকরণ
- মাঠ পর্যায়ে প্রাণিসম্পদের সঠিক ক্ষয়ক্ষতির তালিকা না থাকা

সর্বোপরি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ এবং সম্পদের হিসাব না করায় প্রকৃত চাহিদা যাচাইয়ে ঘাটতি এবং বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন পরিকল্পনার কার্যকরতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলার আশংকা রয়েছে।

---

[৮] জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫; অনুচ্ছেদ ৩.১.১
[৯] জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫; অনুচ্ছেদ ২.২

ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের ন্যায্যতা, চাহিদা ও অগ্রাধিকার নির্ণয়ে ঘাটতি

গবেষণা এলাকায় বন্যা পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে প্রকৃত চাহিদা যাচাই না করার অভিযোগ লক্ষনীয়। উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে-

- সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এবং দূর্গম এলাকার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা না করা
- সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জীবিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি ও তাদের সক্ষমতা তৈরিতে সময়মতো কার্যকর ব্যবস্থা না করা
- কিছু কিছু এলাকায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক নিয়মের (ক্ষতির মাত্রা, আর্থিক অবস্থা) ব্যত্যয় করে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থদের বাদ দিয়ে ত্রাণ বন্টন করার অভিযোগ স্থানীয়দের। ভিজিএফ কার্ড বিতরনে স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক আনুগত্য, অর্থের বিনিময়ে কার্ড বরাদ্দ ইত্যাদি
- অতি-দরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি মেরামতে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ- সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ঘরপ্রতি গড়ে ২০ টাকা থেকে ৭৭২ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ প্রদান যা অপর্যাপ্ত
- ক্ষয়ক্ষতির বিবেচনায় পুনর্বাসন কার্যক্রমে খাত ভিত্তিক অগ্রাধিকার প্রদানে ঘাটতি লক্ষনীয়- ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ি মেরামতে গৃহনির্মান মঞ্জুরী থাকলেও নলকুপ ও ল্যাট্রিন সংস্কার ও পুর্নস্থাপন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার, যোগাযোগ ব্যবস্থা পুর্নস্থাপন ও মেরামত, আহতদের সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা, কৃষিজ-মৎস-প্রাণিজ সম্পদের ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক বরাদ্দ না থাকা।

সরকারি বেসরকারি ত্রাণ ও পুর্নবাসন কার্যক্রমে সমন্বয়হীনতা

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থানা নীতিমালায় উল্লেখ আছে 'বন্যা ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় কার্যকর প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে বন্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা, জনগোষ্ঠী ও ব্যবস্থাকে সচল রাখার পরিকল্পনা তৈরি করা'[১০]। বন্যা পরবর্তী সময়ে পরিচালিত বেসরকারি ত্রাণ ও পুর্নবাসন কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠিকে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করার নির্দেশনা থাকলেও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণ ও পুর্নবাসন কার্যক্রমে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা লক্ষণীয়-

- বেসরকারি ত্রাণ বিতরণ ও পুর্নবাসন কার্যক্রমের সু-নির্দিষ্ট তথ্য জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে না থাকা- যেমন সুবিধাভোগীর তালিকা, ত্রাণের ধরণ ও পরিমাণ, ত্রাণ বিতরণ এলাকা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য
- বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে পুনর্বাসন পরিকল্পনা না জানিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা - গৃহ পুনঃনির্মান সহায়তা, নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এনজিওগুলোর সমন্বয় কমিটির কর্যকরতায় ঘাটতি এবং দুর্যোগকালীন সভা না করা
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সকল নির্দেশনা মেনে না চলে শুধু ত্রাণ বিতরণে গুরুত্ব দেওয়া

অতি-দরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ি মেরামত বরাদ্দে ঘাটতি

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০ (সংশোধিত ২০১৫) অনুযায়ী পুনর্বাসন পর্যায়ে সরকার (পরিকল্পনা কমিশন) ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোগুলির ক্ষয়-ক্ষতি বিবেচনা করে মেরামত, পুননির্মানের জন্য সম্পদ বরাদ্দ করবে[১১]। বন্যা পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসন কার্যক্রমের একটি গুরত্বপূর্ণ উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ গৃহ পুননির্মান ও মেরামতকরণ। গবেষণা এলাকায় প্রাপ্ত তথ্য মতে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত গৃহপ্রতি গড়ে ২০ টাকা থেকে ৭৭২ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। গৃহ প্রতি প্রদত্ত বরাদ্দ ক্ষতিগ্রস্ত গৃহসমূহ পুননির্মানে অপর্যাপ্ত বিশেষতঃ অতি-দরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ি পুনর্নির্মানের জন্য অপ্রতুল। উল্লেখ্য, নদী ভাঙ্গনে বিলিন হওয়া পরিবারগুলোর ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ি মেরামতের আর্থিক সক্ষমতা না থাকায় বন্যা পরবর্তী সময়েও বাঁধ, রাস্তা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাঠ এবং অন্যান্য উচুঁ স্থানে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর অবস্থান করেছে। প্রাপ্ত তথ্যে পাওয়া যায় একটি ইউনিয়নে প্রায় ২৫০ ঘর নদী ভাঙ্গনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে; যার মধ্যে ১৫০ টি ঘর নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। সরকারী গৃহনির্মান সহায়তা না থাকার কারনে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

---

[১০] জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫; অনুচ্ছেদ ৩.১.১

[১১] দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০ (সংশোধিত ২০১৫); অনুচ্ছেদ ৪.২.১৬.১

বাঁধ ও বেড়িবাঁধ সংরক্ষণে পদক্ষেপের ঘাটতি

বন্যায় বাঁধ ও বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হলে সেগুলো সংরক্ষণ, সংস্কার ও পুনর্নির্মানের দায়িত্ব বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের। বন্যা পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসন পর্যায়ে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০ (সংশোধিত ২০১৫) তে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডেকে বন্যা আক্রান্ত এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোসমূহ মেরামত ও পুনর্নির্মানের পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে[১২]। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে আক্রান্ত এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ ও বেড়িবাঁধসমূহের নির্মান, সংস্কার ও সংরক্ষণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মতৎপরতায় ঘাটতি লক্ষণীয়। গবেষণায় নিম্নলিখিত ব্যত্যয়সমূহ লক্ষ্য করা গেছে-

- গবেষণা এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধসমূহ সংস্কারে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ না করা
- কিছু এলাকায় বন্যা পরবর্তী নদী ভাঙ্গন দেখা দিলেও ভাঙ্গন রোধে এবং বিপদাপন্ন জনবসতি রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি
- ভবিষ্যতে বন্যা মোকাবেলায় আক্রান্ত এলাকাগুলোর নদী শাসন, নদী ও খাল খনন এবং পুনর্বাসনে পর্যাপ্ত তহবিলের ঘাটতি
- পর্যাপ্ত তহবিলের অভাবে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রতি বছর তাদের কর্ম এলাকায় ১০ শতাংশের বেশি বাঁধ বেড়িবাঁধ ও অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত করতে পারে না
- বন্যা পরবর্তী নদী ভাঙ্গনকে গুরুত্ব প্রদান না করা - বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর নদী ভাঙ্গন প্রকট হলেও মানুষ ও সম্পদ স্থানান্তরে সরকারের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ না থাকা
- ৬৮ শতাংশ তথ্যদাতার মতে বাঁধ ভেঙ্গে বন্যার পানি ঢোকার অন্যতম কারণ হল বাঁধগুলোর নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষণের অভাব
- ৮৮ শতাংশ তথ্যদাতাই মনে করেন যদি বাঁধ রক্ষায় সরকার যথেষ্ট পদক্ষেপ এবং বরাদ্দ নিশ্চিত করতে পারতো তাহলে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব ছিল ।

- *'নদীর পনি উপচে যাওয়া এবং কোন বাঁধ না থাকায় বন্যা হয়। প্রতি বছরই বলে বাঁধ হবে, মেপে নিয়ে যায় কিন্তু কাজ আর হয় না'* -দলীয় আলোচনা
- *'বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের কাজ সঠিকভাবে না হলে বা সঠিক সময়ে না করা হলে এই বন্যা বা পরবর্তী বন্যার ক্ষয় ক্ষতি কমানো সম্ভব না। বিশেষ করে পানি উন্নয়ন বোর্ডের লোকজন পানি এলে নামে মাত্র দুই-একটি বালির বস্তা ফেলে বাকি বরাদ্দ খেয়ে ফেলে'* - দলীয় আলোচনা

ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসাকেন্দ্র সংস্কারে ঘাটতি

বন্যা পরবর্তী পর্যায়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট ও অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসাকেন্দ্র ইত্যাদি দ্রুততার সাথে সংস্কার। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০ অনুযায়ী পুনর্বাসন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বন্যা এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ উপ-সড়ক, সেতু এবং কার্লভার্টগুলো মেরামত/পুনর্নির্মানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে[১৩]। যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনস্থাপন তথা স্বাভাবিক না হলে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার মানুষের জীবনমান, সেবাগ্রহণ, সরকারি- বেসরকারি পুনর্বাসন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে ক্ষতিগ্রস্থ যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারে কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি- কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট মেরামতে তহবিলের ঘাটতি লক্ষণীয়।

একই আদেশাবলিতে পুনর্বাসন পর্যায়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর আক্রান্ত এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সার্বিক ক্ষতির হিসেবপূর্বক সেগুলো মেরামতের জন্য প্রস্থাব পাঠাবে[১৪] এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের কার্যক্রমের বিষয়ে উল্লেখ আছে 'যথাসম্ভর দ্রুততার সাথে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ সরকারি সম্পত্তির প্রয়োজনীয় মেরামত ও পুনর্নির্মানের কাজ শুরু করবে, পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করবে'[১৫]। মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নিম্নলিখিত ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে-

- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সংঘটিত ক্ষতির হিসেব এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান মেরামতের প্রস্তাব দাখিল না করা

[১২] দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০ (সংশোধিত ২০১৫); অনুচ্ছেদ ৪.২.৫.৩
[১৩] দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০ (সংশোধিত ২০১৫); অনুচ্ছেদ ৪.২.১২.২
[১৪] দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০ (সংশোধিত ২০১৫); অনুচ্ছেদ ৪.২.২৪.১
[১৫] দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০ (সংশোধিত ২০১৫); অনুচ্ছেদ ৪.২.১৩.১

- স্থানীয় শিক্ষা অফিস কর্তৃক শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক করতে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণে ঘাটতি
- দূরবর্তী বিচ্ছিন্ন এলাকার দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা না থাকা
- কোনো কোনো এলাকায় বন্যার পানি নেমে যাওয়ার ১০-১৫ দিন পরেও ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা সামগ্রী পুনঃবিতরণ না করা

> - *'বাঁধ ভাঙ্গেনি কিন্তু রাস্তা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। ৩টা ক্লিনিক আছে সেখানে যাওয়ার কোন রাস্তা নাই'*- দলীয় আলোচনা
> - *'স্কুল-মাদ্রাসা মিলে মোট ৭/৮ টি স্কুলের ক্ষতি হয়েছে। স্কুল এখনও বন্ধ আছে। অনেক স্থানে খোলা থাকলেও ছেলে মেয়েরা চলাচল করতে পারে না তাই স্কুলে যায় না'*- দলীয় আলোচনা

বন্যার্ত এলাকায় অন্যান্য অবকাঠামোর মতো চিকিৎসাকেন্দ্রসমূহও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হয়েছে। এ সংশ্লিষ্ট প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য ঘাটতি হলো-

- কোনো কোনো এলাকায় কমিউনিটি ক্লিনিক ও হাসপাতাল ডুবে গিয়ে ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী নষ্ট হলেও তা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা গ্রহণে ঘাটতি
- সম্পুরক যন্ত্রপাতি, লোকবল ও ব্যবহারযোহ্য সামগ্রী সরবরাহের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র চালু রাখাসহ স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে জরুরী পরিস্থিতিতে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা না থাকা
- ক্ষতিগ্রস্ত পানির উৎস দূষণমুক্ত না করা

কৃষিজ ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত কাটিয়ে উঠতে পরিকল্পনায় ঘাটতি

বন্যা আক্রান্ত এলাকার মানুষের জীবিকায় কৃষিজ সম্পদ অত্যন্ত গুরত্বপূর্ন উপাদান। এ বন্যায় গবেষণাভূক্ত সকল এলাকাতেই ধানের বীজ, বীজতলা, পাটক্ষেত, সবজি প্রভৃতি ফসলের ক্ষতি লক্ষনীয়। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০ (সংশোধিত ২০১৫) অনুযায়ী 'বন্যা দুর্গত এলাকায় পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক ও বস্তুগত প্রয়োজনীয়তা নির্নয়পূর্বক অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা গুলোতে বীজ, চারা, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি/উপকরণসমূহ সকল মাঠকর্মকর্তার মাধ্যমে দ্রুত বিতরণের ব্যবস্থা করবে এবং কৃষকদের সকলপ্রকার সহায়তা প্রদান করবে'[১৬]। মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে উপজেলা ও প্রান্তিক পর্যায়ে নিম্নউল্লেখিত ঘাটতিসমূহ লক্ষণীয়-

- বন্যা ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ধানের বীজতলা, ধান ক্ষেত, পাট, আখ, সবজি ও চাষীদের বীজ সহায়তা প্রদানে উদ্যোগের ঘাটতি
- বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে স্থানীয় কৃষি অফিস কর্তৃক ভর্তুকি প্রদানে ঘাটতি
- বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে চলতি মৌসুমে কৃষি বরাদ্দ প্রদান না করে পরবর্তী মৌসুমে (রবি মৌসুম) বিনামূল্যে বীজ, সার বিতরণের পরিকল্পনা
- স্থানীয় নাবী জাতের ফসলের বীজতলা তৈরিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য অর্থ বরাদ্দ না রাখা
- স্থানীয় জাতের বীজ হারিয়ে যাওয়ায় বন্যার মত দুর্যোগে ফসলের ক্ষতির মাত্রা বৃদ্ধি
- বন্যা সহনশীল নতুন জাতের বীজ উদ্ভাবন এবং প্রসারে কর্তৃপক্ষের কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি
- গবেষণায় অংশগ্রহণকারী খানার গড়ে ৯৪ শতক পাটক্ষেত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় পাট চাষীদের ক্ষয়ক্ষতিকে বিবেচনায় না নেওয়া।

প্রাণি সম্পদ রক্ষায় গৃহীত কার্যক্রমে ঘাটতি

ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাসমূহে মূলত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থাকায় এই বন্যায় প্রাণিজ সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি লক্ষণীয়। বন্যা আক্রান্ত জনপদে গো-খাদ্য, শুকনো স্থান এবং যথাযথ চিকিৎসার অভাবে বিপুল সংখ্যক গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও হাঁস-মুরগী মারা গেছে। এছাড়া পানির স্রোতে হাঁস-মুরগী ভেসে গেছে বলে তথ্যদাতারা জানান। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০ (সংশোধিত ২০১৫) অনুযায়ী বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন পর্যায়ে প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় ক্ষয় ক্ষতির (হারিয়ে যাওয়া/মৃত গবাদিপশু/হাস-মুরগির সংখ্যা, রোগাক্রান্ত গবাদিপশু/হাস-মুরগির সংখ্যাসহ) জরিপ পরিচালনাপূর্বক বিস্তারিত প্রতিবেদন আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট পাঠাবে। ত্রাণ আকারে জরুরী ভিত্তিতে দুর্গত এলাকায় পশুখাদ্য সরবরাহে উপায় খুঁজে বের করবে; জরুরি ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় পশু চিকিৎসক দল প্রেরণ করবে; গবাদি পশুর পুনর্বাসন, হারিয়ে যাওয়া প্রাণিসম্পদের ক্ষতি পূরনের পরিকল্পনাসহ স্থায়ী তহবিল সংরক্ষণ এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত গবাদি পশু ও হাঁস

[১৬] দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০ (সংশোধিত ২০১৫); অনুচ্ছেদ ৪.২.৬.১

মুরগির খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা করবে[১৭]। অধিদপ্তরের মাঠ কার্যালয়গুলো এই কর্মকান্ডসমূহ বাস্তবায়নসহ বাছাইকৃত গবাদিপ্রাণি ও হাঁস মুরগি পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গবাদি পশু ও হাঁস মুরগি ক্রয়ে ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করবে[১৮]। তবে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গবাদিপ্রাণি সুরক্ষার নিম্নলিখিত ঘাটতিসমূহ লক্ষনীয়-

- মাঠ পর্যায়ে প্রাণী সম্পদের সঠিক ক্ষয়ক্ষতির তালিকা তৈরিতে ঘাটতি
- উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে অনুমাননির্ভর তথ্য প্রদান - কোনো কোনো উপজেলা অফিস কর্তৃক শুধু ৭০-৮০টি হাঁস-মুরগী মারা যাওয়ার তথ্য রিপোর্ট করা, যা প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় নগণ্য
- ইউনিয়ন বা উপজেলা পর্যায়ে গো-খাদ্য মজুদ রাখার ব্যবস্থা না থাকায় গো-খাদ্যের তীব্র সংকট
- প্রানী সম্পদ রক্ষায় বন্যা পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তর থেকে কোন বরাদ্দ না থাকা
- প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর থেকে কোন প্রাণি বন্যার কারণে রোগাক্রান্ত হয়নি দাবী করা হলেও গবেষণা এলাকায় গবাদি প্রাণির বিভিন্ন রোগের ঘটনা
- জনবলের অভাবে সঠিক সেবা প্রদানে ঘাটতি এবং মাঠ পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তায় ছোট পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা করলেও বন্যা পরবর্তী গবাদি প্রাণির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা তৈরিতে ঘাটতি

এই বন্যায় গবেষণাভূক্ত এলাকায় মৎস্য সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি লক্ষণীয়। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০ (সংশোধিত ২০১৫) অনুযায়ী বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন পর্যায়ে মৎস্য সম্পদ অধিদপ্তর ক্ষতিগ্রস্থ মৎস্য চাষী ও মৎস্যজীবিদের তালিকা প্রণয়ন করবে, ঋণসহায়তা ও অনুদান কর্মসূচি পরিচালনা করবে, মাছের পোনা সরবরাহ ও মাছ চাষে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবে, মৎস্যসম্পদ খাতে অবিলম্বে দীর্ঘমেয়াদী ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করবে[১৯]। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোর মাধ্যমে এ উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়িত হওয়ার কথা থাকলেও গবেষণায় মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ পেক্ষাপটে নিম্নলিখিত ঘাটতিসমূহ পরিলক্ষিত হয়-

- ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় মৎস্য চাষীদের অন্তর্ভুক্ত না করা এবং তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না থাকা
- বন্যা ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে মৎস্য চাষীদের অনুদান ও ঋণ সহায়তা প্রদানে ঘাটতি
- মাছের পোনা সরবরাহ করায় ঘাটতি
- গবেষণায় অংশগ্রহণকারী খানার গড়ে ৮৭ শতক পুকুরের মাছ বন্যার পানিতে ভেসে যাওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় মৎস্য চাষীদের ক্ষয়ক্ষতিকে বিবেচনায় না নেওয়া

পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে পদক্ষেপের ঘাটতি

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। বন্যাকালীন সময়ে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সুরক্ষায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যকর ভূমিকা প্রত্যাশিত। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০ (সংশোধিত ২০১৫) অনুযায়ী বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন পর্যায়ে যে ভূমিকা পালন করবে তন্মধ্যে রয়েছে স্বাভাবিক সরবরাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিশেষ ব্যবস্থাধীনে পানীয় জলের সরবরাহ চালু রাখা, আশ্রয়কেন্দ্র-ত্রাণক্যাম্প ইত্যাদিতে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত ব্লিচিং পাউডার সরবরাহ নিশ্চিত করা, নলকূপ/পানি সরবরাহ ব্যবস্থা মেরামত/পুনর্বাসন কাজ তদারকি ও দ্রুত সম্পন্ন করা[২০]। গবেষণা এলাকায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে নিম্নোক্ত ঘাটতিসমূহ লক্ষণীয়-

- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরও যেসব পরিবার তাদের বাড়িতে না ফিরে বাঁধ কিংবা রাস্তায় আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়েছে তাদের জন্য পানি ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত না করা
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বন্যা পরবর্তী সময়ে পানি সরবরাহ প্রক্রিয়া চালু না রাখা ও স্যানিটেশন সেবা পুনঃস্থাপনে কার্যকর প্রদক্ষেপ গ্রহণ না করা
- সকল আশ্রয়কেন্দ্র ও ত্রাণক্যাম্পে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত ব্লিচিং পাউডার সরবরাহ নিশ্চিত না করার অভিযোগ।

[১৭] দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০ (সংশোধিত ২০১৫); অনুচ্ছেদ ৪.২.৭.১
[১৮] দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০ (সংশোধিত ২০১৫); অনুচ্ছেদ ৪.২.৭.১.১
[১৯] দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০ (সংশোধিত ২০১৫); অনুচ্ছেদ ৪.২.৭.২
[২০] দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০ (সংশোধিত ২০১৫); অনুচ্ছেদ ৪.২.১২.৪

অধ্যায় ৫: উপসংহার ও সুপারিশ

৫.১. উপসংহার

বন্যার আকার ও ভয়াবহতার বিচারে ২০১৯ সালের বন্যাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এ বন্যায় ২৮টি জেলার ৪০ লাখ মানুষ ১০-১৫ দিন পর্যন্ত পানিবন্দী ছিল। সারা দেশে মোট ১০৮ জনের প্রাণহানিসহ (বেসরকারি হিসেবে ১১৯ জন) এ বন্যায় ব্যাপক অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এ বন্যা মোকাবেলায় সরকারি-বেসরকারি নানা উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে নিয়মিত নদীর পানি বৃদ্ধি ও বন্যা পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ, বন্যা সতর্কবার্তা প্রচারের জন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান, বন্যা মোকাবেলা প্রস্তুতি গ্রহণে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজন এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত ও করণীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অবহিত করা, সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোতে সীমিত পরিসরে ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ, জরুরি ভিত্তিতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের তহবিল ব্যবহার করে ত্রাণ বিতরণ, উপজেলা পর্যায়ে হট-লাইন স্থাপন, বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজন, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের বন্যা এলাকা পরিদর্শন ও ত্রাণ বিতরণ, সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে মেডিকেল টিমের মাধ্যমে দূর্গত এলাকায় সীমিত পরিসরে চিকিৎসা সেবা প্রদান, নির্দিষ্ট ফর্ম ব্যবহার করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সংগ্রহের প্রচেষ্টা, পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে সীমিত আকারে ঢেউটিন, গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরি, ভিজিএফ-এর চাল, গো-খাদ্য ও ভ্যাকসিন, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য বীজ ও সার বরাদ্দ ইত্যাদি।

বন্যা মোকাবেলায় গৃহীত উদ্যোগসমূহ সত্ত্বেও বন্যা মোকাবেলায় নানা চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বন্যাপূর্ব প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রস্তুতির ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে। যেমন, বন্যার আগাম ঝুঁকি যথাযথভাবে চিহ্নিত না করা, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে প্রস্তুতির ঘাটতি, ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা ও বাঁধ মেরামত না করা উল্লেখযোগ্য। বন্যা মোকাবেলায় উল্লেখযোগ্য একটি ঘাটতি হলো বন্যাপ্রবণ এলাকাসমূহে পর্যাপ্ত স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের অপ্রতুলতা। এর পাশাপাশি মেরামতের অভাবে বাঁধ নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং বন্যা মোকাবেলায় পূর্বপ্রস্তুতিতে ঘাটতি থাকায় বন্যায় ক্ষতির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, পরিকল্পনা এবং স্থায়ী আদেশাবলী প্রতিপালনে ব্যত্যয় লক্ষণীয়। বিশেষ করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ত্রাণ বিতরণে এনজিও সমন্বয় না করা, ইউনিয়ন পর্যায়ে সাব কমিটি গঠন ও স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরি না করা, দূর্গম এলাকায় সতর্কবার্তা প্রচার না করা, অধিকতর বিপদাপন্ন পরিবার ও এলাকাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে প্রাধান্য না দেওয়া উল্লেখযোগ্য।

২০১৯ সালের বন্যায় যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সে তুলনায় বন্যা মোকাবেলায় সরকারি বরাদ্দের অপ্রতুলতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অপ্রতুল সরকারি বরাদ্দের ফলে বন্যাপ্লাবিত অসংখ্য মানুষকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ত্রাণের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। এছাড়া ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত হিসাব ও চাহিদা নিরূপণ এবং এ অনুযায়ী সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে দুর্বলতাও উল্লেখ করা যায়। এর কারণ হিসেবে স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা এবং আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতি উল্লেখযোগ্য। আবার বন্যাকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় বাজেট, লোকবল ও পরিকল্পনার ঘাটতির কারণে আশ্রয়কেন্দ্রসহ বন্যা আক্রান্ত অন্যান্য স্থানে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানে ঘাটতি লক্ষণীয়। এসব সেবার মধ্যে চিকিৎসা সেবা, পানি ও স্যানিটেশন সেবা, নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা, গবাদিপ্রাণি ও গৃহস্থালীর অন্যান্য সম্পদ সুরক্ষা উল্লেখযোগ্য। আবার বন্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সম্পদ নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও পরিবহন সুবিধা না থাকায় গৃহস্থালী সম্পদ ও গবাদিপ্রাণির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে নৌকার ব্যবস্থা না করায় গৃহস্থালীর মালামাল সরিয়ে নিতে দরিদ্রদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। আবার সক্ষমতার ঘাটতির কারণে কিছু ক্ষেত্রে অধিক দুর্গত এবং দুর্গম এলাকায় ত্রাণ না পৌঁছানো কিংবা ত্রাণ পৌঁছাতে বিলম্ব হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

বন্যা মোকাবেলায় আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ/বেড়িবাঁধ, সম্ভাব্য আক্রান্ত এলাকা ও আশ্রয়কেন্দ্র চিহ্নিতকরণ ও মেরামত করা, উদ্ধার কাজ পরিচালনা, মেডিকেল টিম প্রেরণ, ত্রাণ বিতরণ, এনজিও কার্যক্রম তদারকি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ঘাটতি উল্লেখ করা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এনজিওসমূহ শুধু তাদের উপকারভোগীদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেছে। এ সম্পর্কে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে মাঠ পর্যায়ে সমন্বয় না হওয়ায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ত্রাণ কার্যক্রমের সাথে তাদের কার্যক্রমের দ্বৈততা তৈরি হয়েছে। আবার কোনো কোনো এনজিও নিয়ম ভঙ্গ করে বন্যার সময়ও কিস্তি আদায়ের চেষ্টা করেছে।

বন্যা মোকাবেলা কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতিও লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে ত্রাণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায্যতা ও জনঅংশগ্রহণের ঘাটতি এবং বন্যা মোকাবেলায় প্রশাসনের সার্বিক তদারকিতে দুর্বলতা উল্লেখযোগ্য। যেমন, ইউনিয়ন পর্যায়ে সরেজমিনে ক্ষতিগ্রস্ত খানা পরিদর্শন না করে অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শক্রমে ক্ষয়ক্ষতির তালিকা প্রণয়ন করা হয়নি।

আবার ত্রাণের সুবিধাভোগী নির্বাচনে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণও নিশ্চিত করা হয়নি। অন্যদিকে, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করা হয়নি। ফলে, প্রকৃত চাহিদা যাচাইয়ে ঘাটতি থেকে গেছে। এছাড়া অভিযোগ দায়ের ও নিরসন ব্যবস্থায় ঘাটতিও উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, ইউনিয়ন পরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়নি। আবার উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ আমলে না নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিযোগ করলে হয়রানির শিকার হতে হয়। এছাড়া ত্রাণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে অনেকে নাম প্রকাশ না করে জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসনে অভিযোগ দায়ের করেছে। কিন্তু সেগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বন্যা মোকাবেলা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতির ফলে ত্রাণ কার্যক্রমে দুর্নীতি ও অনিয়মের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। মাঠ পর্যায়ের তথ্য থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, ত্রাণ বিতরণে রাজনৈতিক বিবেচনা ও স্বজনপ্রীতি, ত্রাণের চাল কম দেওয়া, একই পরিবারকে একাধিকবার ত্রাণ দেওয়া, নির্বাচনের সময় সমর্থন করেনি কিংবা অনিয়মের বিষয়ে অভিযোগ করেছে এমন বিবেচনায় ত্রাণ থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে। কিছু ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির পেছনে আনুষঙ্গিক খরচের জন্য বরাদ্দে ঘাটতির বিষয়টি উঠে এসেছে। যেমন, ত্রাণ পরিবহন খরচ অর্থাৎ ট্রাক ও ট্রলার খরচ, শ্রমিক খরচ, বিতরণ বাবদ আনুষঙ্গিক খরচ ইত্যাদি বাবদ বরাদ্দ না থাকায় অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে তা মেটানো এবং পরিমাণে কম দেওয়া কিংবা প্রদত্ত সেবা কাটছাঁট করার প্রবণতা লক্ষণীয়। যেমন, উপজেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতি বস্তা চাল পরিবহনে সর্বনিম্ন ১৫ টাকা খরচ হলেও এ খাতে কোনো সরকারি বরাদ্দ নেই। জনপ্রতিনিধিগণ এ অজুহাতে সুবিধাভোগীদেরকে বরাদ্দকৃত চাল থেকে কম দিয়ে বেঁচে যাওয়া অর্থ থেকে পরিবহন খরচ মেটান। এর ফলে ব্যাপক দুর্নীতির ঝুঁকি লক্ষ্য করা গেছে। পরিশেষে বলা যায় যে, ২০১৯ সালের বন্যা মোকাবেলায় শুদ্ধাচার চর্চায় ঘাটতির বিষয়টি স্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল।

৫.২. সুপারিশ

বন্যা মোকাবেলায় শুদ্ধাচারের ঘাটতি মোকাবেলার পাশাপাশি বন্যা মোকাবেলা কার্যক্রমকে কীভাবে কার্যকর করে মানুষ ও সম্পদেও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা যায় সে ব্যাপারে নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো। এ সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সরকারি সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি ও নাগরিক সমাজের কার্যকর ভূমিকা রয়েছে।

বন্যা পূববর্তী পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ

১. জনসংখ্যা অনুপাতে ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা;

২. গবাদিপ্রাণি ও সম্পদ রক্ষায় কমিউনিটিভিত্তিক সুরক্ষা কেন্দ্র তৈরি করা;

৩. বন্যাকালীন দুর্যোগকে প্রাধান্য দিয়ে বন্যাপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীকে প্রত্যেক বর্ষা মৌসুমের আগে বন্যার সময় সম্পদ সুরক্ষার কৌশল হাতে কলমে শেখানো;

৪. বন্যর ২৪ ঘন্টা পূর্বে সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার ব্যবস্থা উন্নত করাসহ বন্যা পূর্বপ্রস্তুতি ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করা;

৫. বন্যা শুরুর আগেই সরকারঘোষিত আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি যেমন পানি ও স্যানিটেশন, শুকনা খাবার, শিশু খাদ্য, গো-খাদ্য, ঔষধ ও চিকিৎসা সেবা, নিরাপত্তা, নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদা থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদি নিশ্চিত করা;

৬. নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রাধান্য দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে পর্যাপ্ত পরিকল্পনা ও পূর্বপ্রস্তুতি যেমন স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, মহড়া, পরিবহনের ব্যবস্থা ইত্যাদি গ্রহণ করা;

৭. বর্ষা মৌসুমের আগেই বাঁধ বা বেড়িবাঁধ ও যোগাযোগ অবকাঠামো সংস্কার করা;

বন্যাকালীন বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ

৮. স্থানীয় পর্যায়ে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ত্রাণ ক্রয় এবং ক্রয়কৃত ত্রাণের তালিকা প্রকাশ করা;

৯. শিশুখাদ্য ও গো-খাদ্য, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাস এবং পরিবারের সদস্যসংখ্যা বিবেচনায় ত্রাণের তালিকা প্রস্তুত করা;

১০. ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং ত্রাণের সুবিধাভোগী নির্বাচন করা;

১১. দূর্গম এলাকার বন্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক ত্রাণ বিতরণ নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১২. জরুরি সেবা প্রদান, ত্রাণ বিতরণ, তদারকি নিশ্চিতে কার্যকর আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় নিশ্চিত করা - উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে সাব কমিটি গঠন এবং সকল অংশীজনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা;

১৩. বন্যা মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্য কার্যকর সমন্বয় স্থাপন করা;

১৪. জবাবদিহিতা নিশ্চিতে অভিযোগ গ্রহণ এবং অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা কার্যকর করা;

১৫. ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে স্থানীয় পর্যায়ে ত্রাণের তথ্য প্রকাশ, প্রশাসন কর্তৃক তদারকি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা

১৬. ত্রাণকার্যে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিতে পরিবহন এবং যাতায়াত বাবদ প্রয়োজনীয় তহবিল বরাদ্দ;

বন্যা পরবর্তী বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ

১৭. পানিবাহিত রোগ মোকাবেলায় বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ ও পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা

১৮. ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে জরুরী ভিত্তিতে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ;

১৯. ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় বীজ, সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ বিতরণ এবং কমিউনিটিভিত্তিক বীজ ব্যাংক ও ভাসমান বীজতলা তৈরিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

২০. সরকারি উদ্যোগে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষায় বীমা পদ্ধতি চালু করা;

২১. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় কর্মহীন মানুষের দ্রুত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;

২২. নষ্ট হয়ে যাওয়া শিক্ষা উপকরণ বিতরণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত করে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা;

২৩. ক্ষতিগ্রস্ত পানির উৎস ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সংস্কার, বাড়িঘর মেরামত এবং সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর পুনঃনির্মাণে সহায়তা করা;

২৪. ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও বেড়িবাঁধ সংস্কার ও পুনঃনির্মাণে পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ করা;

২৫. বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য প্রত্যেক অর্থবছরে বিশেষ বাজেট বরাদ্দ রাখা।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

ক্লাইমেট ভালনারেবল মনিটর, ২০১৩, এর ২য় সংস্করণ, সিডিকেএন প্রকাশিত পৃ.৩২০ হতে সংগৃহীত

খান, মজহ; খোদা, মই (২০১০) '*বাংলাদেশের আইলা উপদ্রুত উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ: ব্যস্থাপনা ও পুনর্নির্মাণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা*' ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ বিষয়ক জরিপ-২০১৫, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু এ ক্ষয়-ক্ষতি ও ত্রাণ বরাদ্দ সংক্রান্ত প্রতিবেদন, ৩১ মে ২০০১৬

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০১২-১৩

Akram, M.S.; Mahmud, T.; Iftekharuzzaman, 2007, `*Integrity in Humanitarian Assistance: Issues and Benchmarks*' Transparency International Bangladesh.

--------------------X-----------------